كيفية صلوٰة الجنازة
على الرسول المصطفىٰ ﷺ
(অদ্বিতীয় রাসূল ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযাহ্)

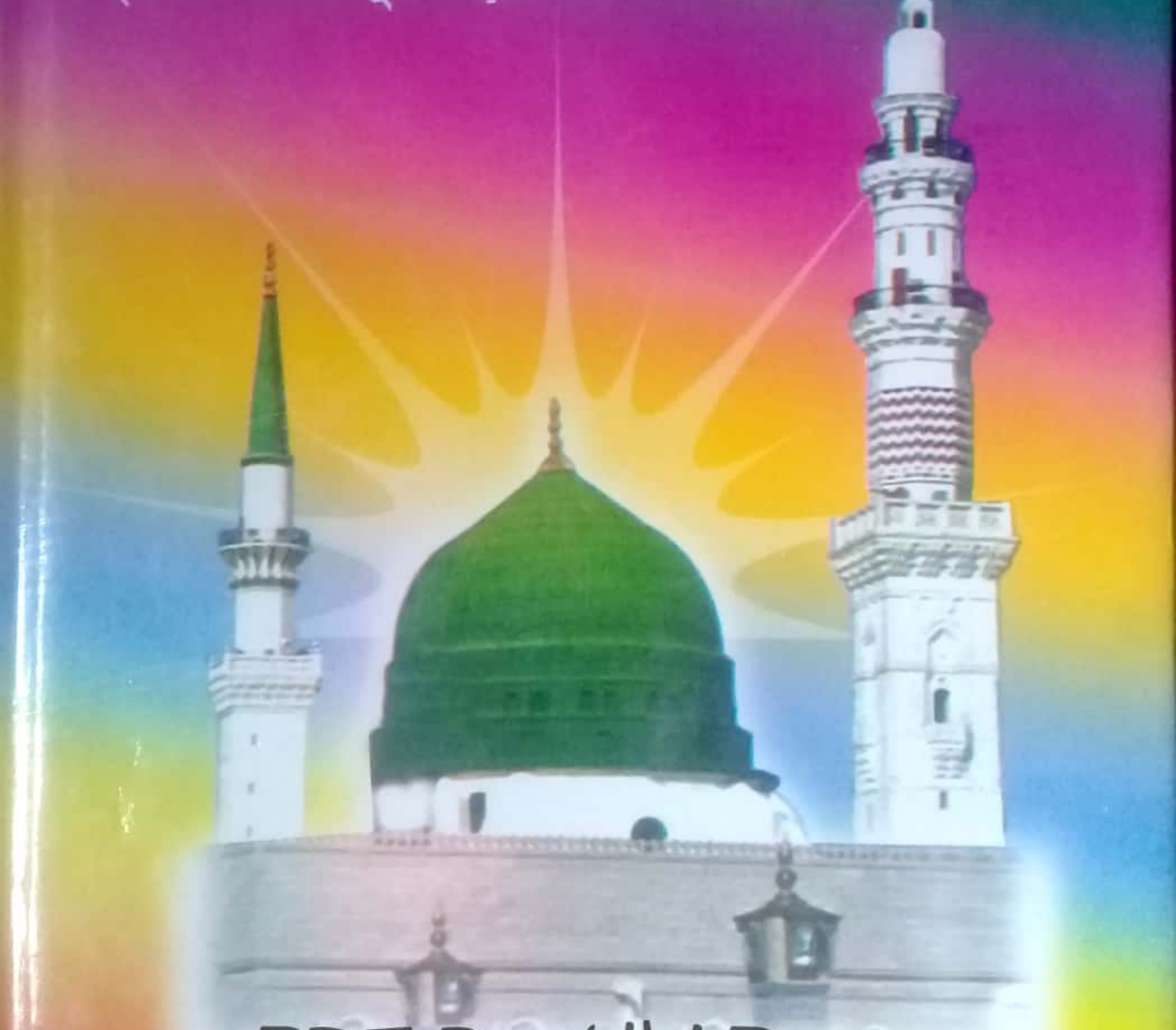

PDF By Albi Reza

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ মুফতি
আবুল হুফফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী

كيفية صلوٰة الجنازة على الرسول المصطفىٰ ﷺ

(অদ্বিতীয় রাসূল ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযাহ্)

মূল :

আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফ্ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী

প্রকাশ : মুহাদ্দিস ফুরকান সাহেব (ম:জি:আ:)

(এম.এম. এম.এফ. অল ফার্ষ্টক্লাশ এন্ড গোল্ড মেডলিষ্ট)

কামিল (হাদীস) ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান- দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

কামিল (ফিক্বহ) ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান- ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদরাসা, ঢাকা।

শায়খুল হাদীস : সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৩১৫, আসাদগঞ্জ রোড, চট্টগ্রাম।

অনুবাদ :

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আশরাফী)

এফ.এম. (বোর্ড স্ট্যান্ড) বি. এ. (ফার্স্ট ক্লাশ) এম.এম. (স্কলার)

সহ: অধ্যাপক : কালারপোল আহ্মদীয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা

থানা : কর্ণফূলী, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-৬০৮৩৮৮

{গৌড়স্থান (মোতাওয়াল্লী বাড়ী) পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম}

পরিবেশনায় : রেজভী কুতুবখানা

৪১, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-৭৫১৪৮৭, ০৩১-২৮৫৬৯৮৯

كيفية صلوٰة الجنازة على الرسول المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

(অদ্বিতীয় রাসূল ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযাহ্)

মূল :

আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফ্ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী

অনুবাদ :

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আশরাফী)

প্রকাশ কাল :

১৭ রমজান (য়াউমুল ফুরকান) ১৪৩১ হিজরী

২৮ আগষ্ট ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

আলহাজ্ব মুহাম্মদ ওছমান চৌধুরী

সর্বস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ

মুহি উদ্দীন চৌধুরী, ফারুক চৌধুরী

জাহেদ চৌধুরী ও জামশেদ চৌধুরী

মূদ্রণে :

মেমোরী কম্পিউটার

আল-ফাতেহ্ শপিং সেন্টার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

০১৭১২৮৩৫৮৭৭

কম্পিউটার ও গ্রাফিক্স

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ০১৮১৫-৬০২৬৮৬

প্রাপ্তিস্থান:

মুহাম্মদী কুতুব খানা, আল-মদিনা কুতুবখানা, ইসলামিয়া লাইব্রেরী

শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া : ১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

Pdf
Created By
Mohammad
Albi Reza

WhatsApp: +8801839545196

FaceBook: www.fb.com/AlbiRezaBD

সূচী

বিষয় :	পৃষ্ঠা
১. রচনার প্রেক্ষাপট	১১
২. ছালাতুল জানাযা কখন থেকে শুরু-	১৫
৩. ছালাতুল জানাযার হুকুম, শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত-	২০
৪. রাসূলুল্লাহ্র ﷺ অন্তিম রোগের সূচনা-	২৫
৫. রাসূলুল্লাহ্র ﷺ ওয়াফাত দিবসের ঘটনা প্রবাহ-	৩০
৬. অতুলনীয় রাসূলের ﷺ অদ্বিতীয় জানাযাহ্-	৪০
৭. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ছালাতুল জানাযাহ'র পদ্ধতি-	৪২
৮. রাসূলুল্লাহ্র ﷺ ওয়াফাত পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের (রা.) অবস্থা	৫৬
৯. রাসূলুল্লাহ্র ﷺ গোসল শরীফ	৫৯
১০. রাসূলুল্লাহ্র ﷺ কাফন মোবারক পরিধান-	৬২
১১. রাসূলুল্লাহ্র ﷺ রওজা মোবারক খনন-	৬৪
১২.রাসূলুল্লাহ্র ﷺ দাফন মোবারক-	৬৭
১৩. রওজায়ে রাসূল ﷺ খানায়ে কা'বা ও আরশ আজীম থেকেও উত্তম	৭১
১৪. একাধিক বার ছালাতুল জানাযাহ্ পড়া নাজায়েজ-	৭২
১৫. গায়েবানা জানাযার নামাজ জায়েয নাই-	৮৫
১৬. মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া যাবে কি?	৮৬

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلى ونسلم على حبيبه الكريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى اله واصحابه أجمعين-

كيفية صلوٰة الجنازة على الرسول المصطفىٰ ﷺ

রচনার প্রেক্ষাপট

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্ এক মহা-সংকটকাল অতিক্রম করছে। বাংলাদেশে সহ মুসলিম বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়- ঘোর অমানিশা আর অন্ধকার ভবিষ্যতের হাতছানি। মানবেতর জীবন যাপন করছে বিশ্বের মুসলিম সমাজ। পৃথিবীজুড়ে মুসলমানদের উপর চলছে ইহুদী-নাসারাদের নির্মম-নিষ্ঠুর, পাশবিক নির্যাতন। আর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছে মুসলিম নারী ও শিশুদের করুণ আর্তনাদে। ঢুকরে কেঁদে মরছে বিশ্বমানবতা। মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে মুসলিম সমাজ আজ অমুসলিমদের হাতের পুতুল আর অমানবিক নির্যাতন ও নিষ্পেষনের স্বীকার। ইসলামী রীতি-নীতিকে ধর্মান্ধতা, অসামাজিকতা ও অনাধুনিক কাঠামো মনে করে পরিত্যাগ করা হচ্ছে এবং বিপরীতে অশ্লীলতা ও খোদাদ্রোহিতাকে মনে করা হচ্ছে আধুনকিতার একমাত্র পরিচয়। এটা মুসলমান যুবসমাজ তথা-ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করার সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র ও হীন প্রচেষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় না ঘটিয়ে উহার দোহাই দিয়ে ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানকে পুরাতন ও সেকেলে আখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় অনাগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। যার ফলে সত্যিকার ধর্মীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এটাও ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সুগভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। আর ইসলাম সম্পর্কে তাদের মিথ্যা প্রচারনা তো আছেই।

অপরপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে একদল নিজকে স্বঘোষিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও

বড় আলেম-মুফতি বলে যাহির করে কুরআন- হাদীস এর অপব্যাখ্যা করে চলছে প্রতিনিয়ত। তাওহীদ, রিসালত-নবুওয়্যাত, বেলায়ত, শরীয়ত, তরীকত সম্বন্ধীয় সঠিক ইলম অর্জন না করে দ্বীন ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকীদা পরিপন্থী বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার করতেছে। আবার এমন এক জামাতকেও দেখা যায় যারা সুন্নীয়তের দোহাই দিয়ে অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে ভিত্তিহীন কিছু রেওয়াজ-প্রচলন ও রীতি-নীতিকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। এমনকি সাধারণ মুসলমান এ টাকে মানা ও পালন করাকে ফরজ মনে করতেছে। অথচ কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটা মুস্তাহাব বৈ আর কিছুই নয়। তাই সত্যিকার অর্থে ইসলামী শরীয়তে ফরজকে ফরজ, সুন্নাতকে সুন্নাত ও মুস্তাহাবকে মুস্তাহাব হিসেবে জানা, মানা ও পালন করা উচিত। অন্যথায় তা হবে হয়তো বাড়াবাড়ি নয়তো সীমালঙ্গন। সীমালঙ্গন কারীকে আল্লাহ্ ভাল বাসেন না।

সুপ্রিয় পাঠক! যদি বর্তমান মুসলিম মিল্লাত তথা উম্মতে মুহাম্মদী(ﷺ) এই দুর্দশা ও করুণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। তারা আশার আলো, সঠিক দিশা ও মুক্তির পথ দেখতে চায়। তা হলে তাদের জন্য প্রাণপ্রিয় রসূল(ﷺ) সম্পর্কে জানা, সত্যিকার ভাবে নবীর ﷺ পরিচয় ও শান-মান উপলব্ধি করা এবং রসূলের (ﷺ) জাতে মুস্তফার (ﷺ) সৃষ্টি, ৬৩ বছর দুনিয়াবী পবিত্র হায়াত যাপন, নবুওয়্যাত ও রিসালতের দায়িত্ব পালন সর্বোপরি বেলাদত (মীলাদ) থেকে ওয়াফাত শরীফ পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তী হায়াতুন্নবী, সরকারে দো-আলম (ﷺ) এর নামাজে জানাযা, পবিত্র রওজা মোবারকে তাশরীফ রাখা, রসূল (ﷺ) এর মর্যাদা-মর্তবা প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন করা একান্ত আবশ্যক। আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজী, বাংলা ও অন্যান্য বিভিন্ন ভাষায় রসূলে পাক(ﷺ) এর মীলাদ ও সীরতের উপর বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী নবী প্রেমিক মুসলিম সমাজ নবী(ﷺ)'র জীবনী সম্পর্কিত বিষয় পড়তে, জানতে ও শুনতে খুবই আগ্রহী। তবে অনেকে হায়াতুন্নবীর বিষয়ে আদ্যোপান্ত জানতে ইচ্ছুক হলেও একটা বিষয় সহজে

মানতে নারাজ। আর তা হলো রসুলে পাক(ﷺ) এর নামাজে জানাযার বিষয়টি। তাও আবার বেয়াদবীর ভয়ে ও নবী প্রেমে উৎসর্গিত হয়ে। আসলে তাদের উচিত হবে সেই বিষয়ে ও জেনে নেয়া। **কারণ আমাদের আক্বা (ﷺ) যেমন অদ্বিতীয় সৃষ্টি ও অতুলনীয় সত্তা তেমনি তাঁর হায়াত, ওয়াফাত ও সালাতুল জানাযাও অদ্বিতীয়, অতুলনীয় এবং অলৌকিকতায় ভরপুর।**

সহজ-সরল-সাধারণ মুসলমান কিংবা অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নয় শুধু বরং বড় বড় আলেম-ওলামা, জ্ঞানী-গুণী বক্তাগণও এই বিষয়ে সঠিক ধারণা ও ভালভাবে তাহকীক বা গবেষণা না করার ফলে বিভিন্ন স্থানে ওয়াজের মাহফিলে এ কথা বলে থাকেন যে, নবীজীর(ﷺ) নামাজে জানাযা হয়নি। অথচ মাসআলাটি এরূপ নয়। বরং নবীজী হায়াতুন্নবী, তাঁর সালাতুল জানাযা হয়েছে তবে ভিন্ন নিয়ম ও অতুলনীয় পদ্ধতিতে। রসূল(ﷺ) যেমন অদ্বিতীয় তাঁর নামাজে জানাযাও অদ্বিতীয়।

রসূলের (ﷺ) ওয়াফাত শরীফ যেহেতু সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মত নয়। সেহেতু তাঁর জানাযা ও কারো জানাযার মতো নয়। সেই মাসআলার উপর অত্র পুস্তিকায় আমি মজবুত দলীল প্রমাণ সহকারে আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ্।

আমি দীর্ঘ ২১ বৎসর আল-আইন এ প্রবাস জীবনে থাকা কালীন বহুবার এই মাসআলা নিয়ে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, মুহাদ্দিস-মুফতী সাহেবানদের সাথে আলোচনা হয়। আমি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম তাঁরাও এই বিষয়ে তেমন বেশী তাহকীক করেন নি। তাই অনেকে আমাকে অনুরোধও করেছেন এই মাসআলার উপর কিছু লিখতে। এমনকি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিশর, সুদান, সিরিয়া সহ আরব বিশ্বের হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের আমার অনেক বন্ধু এ ব্যাপারে কলম ধরার জন্য খুবই উৎসাহিত করেছেন বিধায় বিলম্বে হলেও বাংলাদেশে এসে শত ব্যস্ততার মাঝে উম্মতে মুহাম্মদীর(ﷺ) জ্ঞাতার্থে, রসূল (ﷺ) এর শান-মানের প্রকাশার্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট আকারে ﷺ كيفية صلوة الجنازة على الرسول المصطفى নামক

পুস্তিকাটি রচনার জন্য হাত দিলাম। এ ক্ষেত্রে আমাকে যে সবচেয়ে বেশী সহযোগীতা করেছে এবং যার পিতৃতুল্য আবদার, অনুপ্রেরণা ও অনুরোধে আমি কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি, আমার আদরনীয় সন্তানতূল্য স্নেহস্পদ ছাত্র **মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান আশরাফী**রজন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করতেছি। মহান আল্লাহ্ পাক যেন তার ভবিষ্যত জীবনকে আরো উজ্জল করেন, ইলম ও আমলে বরকত দান করেন এবং আরো বেশী মাজহাব-মিল্লাতের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে উভয় জগতে কামিয়াবী হাসিল করার তাওফীক দান করেন। পাঠক ও বন্ধু মহলের নিকট ও তার জন্য দোয়া কামনা করছি। কেননা এরকম একজন ব্যাক্তি না হলে আমার জন্য লেখার জগতে হাত দেওয়া হয়তো কষ্টকর হত। পরবর্তীতে আরো কিছু প্রয়োজনীবিষয়ে কলম ধরব (ইন্শা আল্লাহ্)। মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও দোয়া প্রার্থী।

সালামান্তে

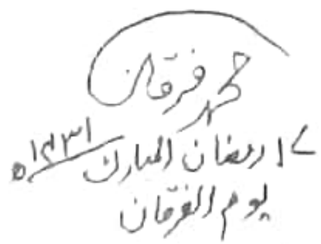

(এ.এইচ. এম. ফুরকান চৌধুরী)

শায়খুল হাদীস : ছোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

প্রতিষ্ঠাতা : নূরীয়া কাসেমিয়া ছিদ্দীকিয়া হেফজ খানা ও মীর ছমুদা এতিমখানা।

চৌধুরী পাড়া, পূর্ব গুমদন্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

মোবইল : ০১৮১৯-৬২৫৪০৬

জানাযাহ্ কখন থেকে শুরু :

প্রণিধান যোগ্য যে, সর্ব প্রথম সালাতুল জানাযাহ্ কখন থেকে শুরু হয়েছে- এই বিষয়ে আমাদের তিনটি বিষয় জানা আবশ্যক। আর তা হলো-

১। পৃথিবীতে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কখন ও কার নামাজে জানাযাহ্ অনুষ্ঠিত হয়?

২। ইসলামী শরীয়তে জানাযার নামাজ কখন ফরজ হয়েছে?

৩। সর্ব প্রথম কোন মুসলিম ব্যক্তির নামাজে জানাযা হয়েছে? জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে প্রথম দাফন কৃত সাহাবী কে?

সংক্ষেপে তার উত্তর হলো

১। পৃথিবীতে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.) এর সালাতুল জানাযাহ্ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর ফেরেশতাগণ (আ.) তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করেছেন।

দলীল :

لمانزل بآدم عليه السلام الموت قال لبنيه : اى بنىّ انى اشتهى من ثمر الجنة ـ فانطلق بنوه يلتمسون فرأوا الملائكة ، فقالوا : اين تريدون يا بنى آدم؟ فقالوا : اشتهى ابونا من ثمر الجنة فانطلقنا نطلب ذالک له ـ فقالوا : ارجعوا فقد أمر بقبض ابيكم فاقبلوا حتى انتهوا الى آدم ـ فلما رأتهم حواء (عليها السلام) عرفتهم فلصقت بآدم ـ فقال : اليک عنى فمن قبلک اتيته دعينى وملائكة ربى ، فقبضوه وهم ينظرون وغسلوه وهم ينظرون ، وكفنوه وهم ينظرون، وحنطوه وهم ينظرون ، وصلوا عليه ثم حفروا له ودفنوه ثم اقبلوا عليهم فقالوا : يابنى آدم هذه سنتكم فى موتاكم وهذا سبيلكم ـ هكذا فى كنز العمال ـ المجلد السادس صفحه ١٣٥ ، الاختيار لتعليل المختار المجلد الاول صفحه ٩١)

অনুবাদ : যখন হযরত আদম (আ.)'র ওয়াফাতের সময় হল, তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে বললেন- হে আমার সন্তানরা! আমার জান্নাতের ফল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। তখন আদম সন্তানগণ জান্নাতের ফলের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে ফেরেশতাদের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হলে- ফেরেশতাগণ

(আ.) বললেন- হে আদম সন্তান! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তখন তারা বললেন- আমাদের আব্বাজান জান্নাতের ফল খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, আর আমরা তাঁর জন্য ফলের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়েছি। অত:পর ফেরেশতাগণ (আ.) বললেন : তোমরা ফিরে যাও; তোমাদের আব্বাজানের রূহ কবজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা প্রত্যাবর্তন করে হযরত আদম (আ.)'র নিকট চলে আসলেন।

ইতাবসরে ফেরেশতাগণ (আ.) যখন হযরত আদম (আ.) এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন হযরত হাওয়া (আ.) তাদেরকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন এবং আদম (আ.) কে জড়িয়ে ধরলেন। হযরত আদম (আ.) হাওয়া (আ.) কে বললেন- তুমি আমাকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তুমি আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও। তোমারই কারণে দুনিয়ায় এসেছি। তুমি আমাকে ও আমার প্রভুর ফেরেশতাদের কে ছেড়ে দাও।

আর ফেরেশতাগণ আদম পরিবারের সামনেই তাঁর রূহকে কবজ করলেন। তাঁরা দেখে রইলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করালেন, কাফন পরালেন, খুশবু বা সুগন্ধি লাগালেন তাঁরা সবাই চেয়েই রইলেন। তাঁরা তার জানাযা পড়লেন, তাঁর জন্য কবর খনন করলেন। তাঁকে সেখানে দাফন করলেন। অত:পর ফেরেশতাগণ আদম পরিবারকে সম্বোধন করে বললেন- হে আদম সন্তানরা! এইটা তোমাদের মৃত্যুবরণ কারীদের জন্য তোমাদের সুন্নাত (তরীকা) এটাই তোমাদের পন্থা অর্থাৎ এ পদ্ধতিতেই তোমরা মৃতদেরকে দাফন করবে। (কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খন্ড ১৩৫ পৃ. আল-ইখতিয়ার ১ম খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

(২) ইসলামী শরীয়তে সর্ব প্রথম সালাতুল জানাযাহ্ ফরজ হয়েছে হিজরতের ৯ম মাসের শুরুর দিকে। অর্থাৎ শাওয়াল মাসে।

দলীল :

وقال الواقدى كان ذالک فى شوال ـ قال البغوىؒ بلغنى انه (اى ان اسعد بن زرارة) اول من مات من الصحابة بعد الهجرة وانه (اسعدبن زرارة) اول ميت صلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم ـ

অনুবাদ : ইমাম ওয়াকেদী (রহ.) বলেন- এটা ছিল শাওয়াল মাসে। আল্লামা

বাগাবী (রহ.) বলেন- আমার নিকট সনদ পরম্পরায় পৌঁছেছে যে হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ্ হিজরতের পর সর্ব প্রথম ইন্তিকালকারী সাহাবী এবং সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁরই নামাজে জানাযা আদায় করেছেন।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহাবী-এ রসুল (ﷺ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ্ আনসারী (রহ.) এর সালাতুল জানাযাহ্ হয়েছে।

وروى الواقدىؒ من طريق عبد الله بن ابى بكر بن حزم قال اول من دفن بالبقيع اسعد بن زرارة رضى الله عنه ـ هذا قول الانصار ـ واما المهاجرون فقالوا: اول من دفن به عثمان بن مظعون رضى الله عنه وقد اتفق اهل المغازى والتواريخ على انه اى ان اسعد ابن زرارة مات فى حيات النبى ﷺ قبل بدر ـ (الاصابة المجلد الاول صفحـ ٥٠ ـ)

واما عثمان بن مظعون رضـ توفى بعد شهوده بدرا فى السنة الثانية من الهجرة وهواول من مات بالمدينة من المهاجرين واول من دفن بالبقيع منهم ـ (الاصابة المجلد الثانى صفحـ ٤٥٧ جامع الاحاديث ـ المجلد الثانى صفحـ ٤٢ ـ)

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম এর সূত্রে হযরত ওয়াকেদী (রহ.) বলেন- জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে সর্ব প্রথম হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ্ আনছারী (র.) কে দাফন করা হয়েছে। এটা আনছার সাহাবায়ে কেরামের দাবী। মুহাজির সাহাবীগণের (রা.) দাবী হলো- জান্নাতুল বাকী'তে সর্বপ্রথম দাফনকৃত সাহাবা হলেন- হযরত ওছমান ইবনে মাযউন (রা.)। আর ঐতিহাসিকগণ একথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, হযরত আসআ'দ (রা.) বদরের যুদ্ধের পূর্বে রসুলুল্লাহ্র (ﷺ) যামানায় ইন্তিকাল করেছেন। (আল-ইসাবাহ্ ১ম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

মুহাজির সাহাবী হযরত ওছমান ইবনে মাযউন (রা.) ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর ইন্তিকাল করেছেন। তিনিই মদীনা শরীফে প্রথম মৃত্যুবরণকারী মুহাজির সাহাবী। মুহাজিরদের মধ্যে সর্ব প্রথম তাকেই জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। (আল-ইসাবাহ্ ২য় খন্ড ৪৫৭ পৃষ্ঠা, মিরকাত ৪র্থ খন্ড, ৭৮ পৃ. জামেউল আহাদীস, ২য় খন্ড, ৪২ পৃ.,)

আ'লা হযরত (রহ.) স্বীয় রচিত কিতাব- العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية

এর ৫ম খন্ডে ৩৭৫ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়ত নকল করেন যে,

واما بدء صلوٰة الجنازة فكان من لدن سيدنا آدم عليه الصلوٰة والسلام اخرج الحاكم فى المستدرک والطبرانى والبيهقى فى سننه عن ابن عباس رضى الله تعالٰى عنهما قال آخر ما كبر النبى صلى الله عليه وسلم على الجنازة اربع تكبيرات ، وكبر عمر علٰى ابى بكر اربعًا ، وكبر ابن عمر علٰى عمر اربعًا ، وكبر الحسن بن على على علىٍّ اربعًا ، وكبر الحسين بن على علٰى الحسن بن على اربعًا ، وكبرت الملائكة على آدم اربعًا ولم تشرع فى الاسلام الافى المدينة المنورة اخرج الامام الواقدى من حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه فى ام المؤمنين خديجة رضى الله عنها انهاتوفيت سنة عشر من البعثة بعد خروج بنى هاشم من الشعب ودفنت بالحجون ونزل النبى صلى الله عليه وسلم فى حفرتها ولم تكن شرعة الصلوٰة على الجنائز وقال الامام ابن حجر العسقلانى فى الاصابة- المجلد الاول صفحہ ٥٠ - فى ترجمة اسعدبن زراره رضى الله تعالٰى عنه - ذكر الواقدى انه مات على رأس تسعة اشهر من الهجرة رواه الحاكم فى المستدرک وقال الواقدى كان ذالک فى شوال قال البغوى بلغنى انه اول من مات من الصحابة بعد الهجرة وانه اول ميت صلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم- (العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية المجلد الخامس صفحہ ٣٧٥-)

অর্থাৎ- আর জানাযার শুরু এটা ছৈয়্যদুনা আদম (আ.) এর যামানা থেকেই হয়েছে। হযরত হাকেম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিশাপুরী (রহ.) স্বীয় المستدرک কিতাবে, ইমাম ত্বরানী ও ইমাম-বায়হাকী (রহ.) স্ব-স্ব সুনান-এ, ছৈয়্যদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (ﷺ) শেষ দিকে জানাযার নামাজে চার তাকবীর পড়েছেন। হযরত ওমর (রা.), ছিদ্দিকে আকবর (রা.) এর জানাযায় চার তাকবীর বলেছেন- অনুরূপ ভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হযরত ওমর (রা.)'র জানাযায়, ইমাম হাসান (রা.) হযরত আলী (রা.)'র জানাযায়, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইমাম হাসানের জানাযায় চার তাকবীর বলেছেন।

ফেরেস্তাগণ হযরত আদম (আ.)'র জানাযায় চার তাকবীর বলেছেন।

আর ইসলামে জানাযাহ নামাজের আবশ্যকতার (ফরয হওয়ার) হুকুম সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে।

ইমাম ওয়াকেদী (রহ.) উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা.)'র ব্যাপারে হাকীম ইবনে হেযাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর ইন্তিকাল নবুওয়াতের দশম সালে শিআবে আবু তালিব থেকে বের হওয়ার পর হয়েছে। তাকে মক্কার হাযুন বর্তমান জান্নাতুল মুআল্লা নামক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে এবং স্বয়ং নবীজী (ﷺ) তাঁর কবরে অবতরণ করেন। আর ঐ সময় মৃতের উপর জানাযার হুকুম ছিলনা।

হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) الاصابة فى تمييز الصحابة গ্রন্থে হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ্ (রহ.)'র জীবনীতে হযরত ওয়াকেদীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তাঁর ইন্তিকাল হিজরতের নবম মাসের শুরুর দিকে হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, নবম মাস টি ছিল শাওয়াল মাস।

ইমাম বাগাবী (রহ.) বলেন যে, সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর ইন্তিকাল হয়। আর এটাই সাহাবাদের প্রথম মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি যার জানাযার নামাজ রসুল (ﷺ) পড়েছেন।

(١) المستدرک للحاكم-
(٢) الاصابة المجلد الاول- صفحہ ٥٠-
(٣) الفتاوى الرضوية- المجلد الخامس صفحہ ٣٧٥- ٣٧٦-
(٤) جامع الاحاديث لاحمد رضاخان بريلوى رح المجلد الثانى صفحہ ٤٢-

উল্লেখিত বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়তে সর্ব প্রথম আনছারী সাহাবী হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ্ (রা.) এর সালাতুল জানাযাহ্ অনুষ্ঠিত হয় এবং জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকেই প্রথম দাফন করা হয়। আর তাঁর পরবর্তীতে দ্বিতীয় স্তরে এবং মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম ইন্তিকালকারী সাহাবী হলেন হযরত ওছমান ইবনে মাযউন (রা.)। তাঁকেও জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। সুতরাং জান্নাতুল বাকীতে হযরত আসআদ (রা.) প্রথম এবং হযরত ওছমান বিন মাযউন (রা.) দ্বিতীয় দাফনকৃত সাহাবী।

(আল-মুসতাদরাক, আল-ইসাবা- ১ম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা, ফতোয়া-এ রেজভীয়া- ৫ম খন্ড ৩৭৫-৩৭৬পৃষ্ঠা, জামেউল আহাদীস ২য় খন্ড ৪২পৃষ্ঠা)

মুহতারম পাঠক!

প্রথমে আমরা জানব - জানাযার নামাজ বা صلوة الجنازة বলতে কি বুঝায়? এই নামাজের হুকুম শর্ত ও রুকন কি? তদুত্তরে বলব - صلوٰة الجنازة বলতে সাধারণত: মুসলিম ব্যক্তির ইন্তিকালের পর মুর্দার মাগফিরাতের নিমিত্তে পবিত্রাবস্থায় দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদা ও কিরাত বিহীন যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল জানাযাহ বলা হয়।

জানাযার হুকুম : حكم صلوٰة الجنازة

জানাযার হুকুম হলো ফরযে কেফায়াহ। অর্থাৎ- মহল্লাবাসী বা এলাকাবাসীর পক্ষথেকে একজন লোকও যদি নামাজ আদায় করে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ আদায় না করে তাহলে সবাই গুনাহ্গার হবে।

ফতোয়া-এ আলমগীরী ১ম খন্ডে বর্ণিত হয়েছে-

الصلوٰة على الجنازة فرض كفاية - اذا قام به البعض واحدًا كان او جماعةً ذكرا كان او انثى سقط عن الباقين - واذا ترك الكل أثموا - هكذا فى التتارخانية - (الفتاوٰى العالمغيرية - المجلد الاول - الصفحه ١٦٢)

অর্থাৎ: জানাযার নামাজ ফরজে কেফায়াহ। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে পুরুষ হউক বা মহিলা একক ভাবে হউক কিংবা জামা'তে হউক আদায় করলে অবশিষ্ট সকল লোকের পক্ষথেকে সালাতুল জানাযাহ্ আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ যদি জানাযা না পড়ে তাহলে সবাই গোনাহ্গার হবে। (ফতোয়া-এ আলমগীরী , ১ম খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

দুররুল মুখতার ২য় খন্ডে উল্লেখ রয়েছে-

والصلوٰة عليه اى على الميت فرض كفاية بالاجماع - فيكفر منكرها - لانه انكر الاجماع - (الدر المختار شرح تنوير الابصار - المجلد الثانى - الصفحه ٢٠٧)

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির জন্য সালাতুল জানাযাহ আদায় করা জীবিতদের উপর ফরজে কেফায়াহ। এটা সকলের ঐক্যমত (ইজমা)। জানাযার নামাজ অস্বীকার কারী কাফির হয়ে যাবে। কেননা পক্ষান্তরে সে ইজমা (শরীয়তের দলীল) কে অস্বীকার করল। (আদ্দুররুল মুখতার শরহে তানবীরুল আবছার ২য় খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় ফিক্হর কিতাব আল-ইখতিয়ার' নামক গ্রন্থে রয়েছে-

الصلوٰة على الميت فرض كفاية - قال (عليه الصلوٰة والسلام) والصلوٰة على كل ميت - وعن واثلة بن الاسقعؓ قال قال رسول الله ﷺ صلّوا على كل ميت (برو فاجر)-

(الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى - المولود ٥٩٩ - المجلد الاول - الصفحه ٩٢ - ٩٣ (جامع الاحاديث المجلد الثانى صفحه ٢١، السنن لابن ماجه - المجلد الاول صفحه ٤٨٨ - كنز العمال للمتقى - - المجلد الخامس عشر صفحه ٥٨٠ -)

وفى رواية عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ الصلوٰة واجبة عليكم على كل مسلم مات برًا كان او فاجرًا وان عمل الكبائر -

(رواه ابوداؤد ، صفحه ٣٤٣، السنن الكبرى للبيهقى المجلد الثالث صفحه ١٢١ - العلل المتناهية لابن الجوزى - جامع الاحاديث لاحمد رضاخان بريلوىؒ - المجلد الثانى - الصفحه ٢٧)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- হযরত রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক মুসলমান মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাজ আদায় করা তোমাদের উপর (আবশ্যক) ওয়াজিব। চাই সে নেক্কার হোক কিংবা বদকার হোক। এমনকি সেই ব্যক্তি কবীরাহ্ গুনাহ ও যদি করে থাকে। তথাপি তার উপর নামাজে জানাযাহ্ আদায় করতে হবে। (আবু দাউদ শরীফ, সুনানে কুবরা, আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ও জামেউল আহাদীস ২য় খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীস শরীফের আলোকে আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ (আল-হানাফী (রহ.) বলেন যে, জানাযার নামাজ ফরজে কেফায়াহ॥

আল-ইখতিয়ার লি- তা'লীলিল মুখতার ১ম খন্ড ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

وفى الفتاوى الشامى - ومافى بعض العبارات من انهاواجبة فالمراد الافتراض (بحر) المجلد الثانى صفحه ٢٠٧

অর্থাৎ- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বলেন- এখানে ওয়াজিব অর্থ ফরজ। (ফতোয়ায়ে শামী, ২য় খন্ড ২০৭ পৃষ্ঠা)

জানাযার শর্ত : شروط صلوٰة الجنازة

জানাযার নামাজে মৃতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি শর্ত হল- (১) মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া (২) মৃতের শরীর ও কাফন পাক হওয়া (৩) লাশ উপস্থিত থাকা, (৪) লাশ যমীনের উপর রাখা, (৫) মুসল্লির সামনে কিবলার দিকে লাশ রাখা, (৬) সতর ঢাকা,

দলীল সহকারে বিস্তারিত বর্ণনা-

জানাযার শর্তের ব্যাপারে দুররুল মুখতার ২য় খন্ডে উল্লেখ রয়েছে যে,

وشرطها اسلام الميت وطهارته فى ثوب وبدن ومكان وستر العورة وحضور الميت ووضعه امام المصلى - (الدر المختار - المجلد الثانى - الصفحـ ٢٠٨)

অর্থাৎ- জানাযার নামাজের শর্ত হলো- মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া। কাফনের কাপড় পাক হওয়া, মুর্দার শরীর পবিত্র হওয়া, জায়গা পাক হওয়া, সতর ঢাকা, লাশ উপস্থিত থাকা, লাশ মুসল্লীর সামনে রাখা।

(আদ্-দুররুল মুখতার ২য় খন্ড ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা)

ফতোয়া-এ আলমগীরী ও হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী নামক কিতাব দ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে যে-

وشرطها اسلام الميت وطهارته ومن الشروط حضور الميت ووضعه وكونه امام المصلى - (الفتاوٰى العالمغيرية - المجلد الاول - الصفحـ ١٦٣ - ١٦٤) وهكذا فى حاشية الطحطاوى - على مراقى الفلاح شرح نورالايضاح - الصفحـ ٣٨٢ - ٣٨٤)

অর্থাৎ- সালাতুল জানাযাহ্'র শর্ত হলো মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, পাক-পবিত্র হওয়া, লাশ উপস্থিত থাকা, জমীনের উপর লাশ রাখা, মুসল্লীর সামনে লাশ থাকা। (ফতোয়া-এ আলমগীরি ১ম খন্ড ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্ ৩৮২ - ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

জানাযা নামাজের জন্য জামাত শর্ত নয়। একজন ব্যক্তি ও যদি সালাতুল জানাযা পড়ে নেয়, তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। (ফতোয়া-এ আলমগীরী ১ম খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১২৯ পৃ:)

উল্লেখ্য যে, জানাযা আদায়কারী মুসল্লীর জন্য ঐ সকল শর্ত প্রযোজ্য, যে সব শর্ত ফরজ নামাজ আদায় কারীর জন্য প্রযোজ্য। যেমন- নিয়্যত করা, পাক-পবিত্র হওয়া, সতর ঢাকা, কিবলামূখী হওয়া ইত্যাদি। তবে জানাযার জন্য কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত/সময় শর্ত নয়। যেই সময় জানাযার লাশ উপস্থিত হয় সেটাই ওয়াক্ত।

জানাযার রুকন : اركان صلوٰة الجنازة

জানাযাহ্ নামাজের রুকন হলো- ২টি, যথা-

১। চার তাকবীর অর্থাৎ চারবার আল্লাহু আকবর বলা।

২। কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা।

وركنها شيئان التكبيرات الاربع والقيام - (الدرالمختار - المجلد الثانى صفحـ ٢٠٩) وفى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نورالايضاح - اركانها التكبيرات والقيام - (صفحـ ٣٨٢ -)

অর্থাৎ- জানাযা নামাজের রুকন হলো- দুইটি বস্তু। একটি হলো- চার তাকবীর অপরটি হলো কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। শরীয়তের কোন ওজর ব্যতীত বসে বা আরোহী অবস্থায় জানাযা আদায় করলে তা আদায় হবে না। (আদ-দুররুল মুখতার ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্- ৩৮২ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা)

بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی نہ ہوئی (بہار شریعت صفح ۱۳۱)

জানাযার ওয়াজিব- واجب صلوٰة الجنازة

واجب الجنازة التسليم مرتين - كمافى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الايضاح - ويسلم وجوبًا الخ وهو التسليم مرتين بعد التكبيرة الرابعة - صفحـ ٣٨٦ - ٣٨٤

অর্থাৎ- জানাযা নামাজের ওয়াজিব হলো- চতুর্থ তাকবীরের পর ডানে ও বামে দুইবার সালাম ফিরানো।

(হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্ ৩৮৪ - ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

জানাযার সুন্নাত: سنن صلوٰة الجنازة :

জানাযার নামাজের সুন্নাত ৪টি। যথা-

১। ইমাম মৃত ব্যক্তির সীনা বরাবর দাঁড়ানো।

২। সানা-এ খোদা তথা আল্লাহর গুণকীর্তন করা।

৩। দরূদে মোস্তফা (ﷺ) তথা দুরূদ শরীফ পড়া।

৪। দোআ-এ মাছুরা তথা মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

আল্লাম ত্বাহত্বাবী (রহ.) বলেন-

وسننها اربع : الاولٰى قيام الامام بحذاء صدر الميت ذكرًا كان او انثى والثانية الثناء بعد التكبيرة الاولٰى والثالثة الصلوٰة على النبى صلى الله عليه وسلم والرابعة من السنن الدعاء للميت ولنفسه وجماعة المسلمين بعد التكبيرة الثالثة (هكذا فى حاشية مراقى الفلاح الصفحه ٣٨٦ـ ٣٨٤

অর্থাৎ- সালাতুল জানাযাহ'র চারটি সুন্নাত রয়েছে। (এক) মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক তার সীনা বরাবর ইমাম সাহেব দন্ডায়মান হওয়া, (দুই) প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া, (তিন) প্রিয় নবীজী (ﷺ)'র উপর দুরূদ শরীফ পাঠক করা, (চার) মৃত ব্যক্তি, নিজ ও সকল মুসলমানের জন্য তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া-এ মাছুরা পড়া। (হাশিয়া-এ মারাকিউল ফালাহ্ পৃষ্ঠা- ৩৮৪ - ৩৮৬)

* **ফতোয়া-এ শামীতে উল্লেখ রয়েছে-**

وسننها ثلاثة ـ التحميد والثناء والصلوٰة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء فيها (فتاوٰى الشامى ، الدر المختار ، المجلد الثانى : الصفحه ٢٠٩)

* বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ডে বর্ণিত আছে-

نماز جنازہ میں تین چیزیں سنت مؤکدہ ہیں اللہ عزوجل کی ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، میت کیلئے دعاء (بہار شریعت جلد چہارم صفحہ ۱۳۱)

অর্থাৎ- জানাযার সুন্নাত সমূহ হলো- মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা, রসুলে পাক (ﷺ) এর উপর দুরূদ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। (ফতোয়া-এ শামী, আদ-দুররুল মুখতার ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য যে, নামাজে যে দুরূদ শরীফ পড়া হয়, জানাযা নামাজে ও সেই দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম।

রসূলুল্লাহর ﷺ অন্তিম রোগের সূচনা-

বিদায় হজ্বে মীনায় অবস্থান করার পর নবী করীম (ﷺ) জিলহজ্ব চাঁদের ১৩ তারিখ মধ্যাহ্নে মক্কা শরীফে রওয়ানা হন। তথায় যাবতীয় কাজ সেরে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং হজ্ব সমাপন করে মদীনা শরীফ এসে পৌছেন। এরপর রবিউল আউয়াল এর ১২ তারিখ ওয়াফাত বরণ করেন। বিদায় হজ্বের ভাষণেই তিনি এ ব্যাপারে ইংগিত দিয়েছিলেন যে, হয়তো আগামী বৎসর তিনি তাদের সাথে আর হজ্ব করার সুযোগ পাবেন না। আরাফাত ও মীনাতে খুৎবায় তার ইশারা দিয়েছেন। তদুপরি আরাফাতের দিনে اليوم اكملت لكم دينكم (الأية) – আয়াতটি নাযিল হয় এবং জিলহজ্বের মাঝামাঝি সূরা নছর অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) প্রিয় নবীজীর বিদায়ের প্রচ্ছন্ন আভাস পেয়ে কেঁদে ফেলেছেন। সময় গড়িয়ে চললো, মুহাররম মাস বিদায় নিল। সফরের চাঁদ উদিত হলো। পরবর্তী চাঁদে প্রিয় নবীজীর বিদায় বরণ। জলীলুল কদর সাহাবায়ে কেরামের মনে-প্রাণে বিষন্নতা। অহী নাযিল বন্ধ প্রায়। ইত্যবসরে সফর মাসের শেষের দিকে হুকুম হলো পবিত্র গোরস্থান জান্নাতুল বাকী'র কবর বাসীদের জন্য দোয়া- ইস্তিগফার ও জিয়ারত করার জন্য।

উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা আয়েশা ছিদ্দিকাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক রাত্রে হুজুর (ﷺ) আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। গভীর রাতে যখন আমি জাগ্রত হলাম, দেখলাম আমার আক্বা ﷺ আমার পাশে নেই। সাথে সাথে আমিও পিছু ছুটলাম। দেখলাম যে, তিনি জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে গিয়ে দোয়া করছেন। ফরমান এ আলী শান হচ্ছে-

السلام عليكم دارقوم مؤمنين واتاكم ماتوعدون وانا ان شاء الله بكم لاحقون ـ وفى رواية انتم لنا فرط وانا بكم لاحقون ـ اللهم لاتحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفرلاهل البقيع الغرقد ـ مدارج النبوة ـ جلد دوم صفحه ٦٩٩ ـ

জান্নাতুল বাকী বাসিন্দাদের জন্য দুই হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করে অধিক রাতে হুজরা শরীফে ফিরে এলেন। আর হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) তাঁর আগেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

عن عاشئة رضـ قالت رجع الىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدنى وانا اجد صداعا وانا اقول وا رأساه قال بل انا ياعائشة وا رأساه قال وما ضرّک لو مت قبلى فغسلتک وكفنتک وصليت عليک ودفنتک ـ قلت لكانى بک والله لوفعلت ذالک لرجعت الى بيتى فعرست فيه ببعض نسائک ـ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدئ فى وجعه الذى مات فيه ـ (رواه الدارمى ـ مشكواة المصابيح صفحـ ٥٤٩ ـ)

অর্থাৎ:- উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদা প্রিয় নবীজী (ﷺ) জান্নাতুল বাকী' থেকে একটি জানাযা সম্পন্ন করে আমার ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, আমি মাথা ব্যথার দরুন 'মাথা গেলো' 'মাথা গেল' বলে কাতরাচ্ছিলাম, তখন দয়ালু নবীজী (ﷺ) আমাকে দয়া, আদর ও শান্তনার সুরে বললেন- তোমার অসুবিধা কি? যদি তুমি আমার আগেই মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তো তোমার সৌভাগ্য। কেননা, আমি নিজেই তোমার গোসল, কাফন, জানাযা, দাফন ও দোয়া ইস্তিগফার করব। তখন আয়েশা (রা.) অভিমান করে বললেন- তাহলে বুঝি আপনি আমার মরণ কামনা করেন। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে আপনারও তো সৌভাগ্য যে, আপনি আমার বিছানায় আরেক বিবিকে নিয়ে সংসার করতে পারবেন। এ মায়াবী কথা শুনে রসুল (ﷺ) মুচকি হাসি দিলেন। অত:পর যে রোগে রসুলুল্লাহর (ﷺ) ওয়াফাত হলো সেই অন্তিম রোগের যাতনা তখন থেকেই শুরু হল। (দারমী শরীফ, মিশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃষ্ঠা)

অত:পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) শুয়ে পড়লেন। ব্যথা বরাবরই রয়ে গেল। ইত্যবসরে পালা অনুযায়ী তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)'র ঘরে তাশরীফ রাখলেন। এমনকি অসুখ নিয়েই তিনি প্রত্যেক বিবির ঘরে সমান সমান সময় অবস্থান করতেন।

পালা মোতাবেক হযরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যেদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)'র ঘরে অবস্থান করেন সেদিন তাঁর অন্তিম রোগ অনেক বেড়ে যায়। তখন তিনি সকল বিবিদেরকে বললেন আগামী কাল আমার পালা কার ঘরে? এই কথা বারবার বলতে লাগলেন। এতে সবাই নবীজীর (ﷺ) উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘরে অবস্থান করতে চাচ্ছেন। অপর বর্ণনামতে - সকল বিবিগণকে ডেকে অসুস্থ অবস্থায় কার ঘরে থাকবেন তা জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বিবি আয়েশা (রা.)'র ঘরেই থাকার অনুমতি প্রদান করেন। (সহীহ্ বুখারী শরীফ)।

এ ছিল বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষার অবস্থা। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন- নবী করীম (ﷺ) বিবি মায়মুনার ঘর থেকে হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্য একজন (হযরত আলী (রা.) এর কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন। তখন তার পা মোবারক দু'টি মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। (سبحان الله)

শেখ আব্দুলহক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন- হুজুর আকরাম (ﷺ) এর রোগ সফর মাসের শেষের দিকে দুদিন মাত্র বাকী থাকতে শুরু হয়। অন্য বর্ণনা মতে সেদিন সফর মাসের আখেরী বুধবার ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে- সফর মাসের মধ্যভাগে হুজুর (ﷺ) রোগাক্রান্ত হন। আর তা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে।

এসময় থেকে ৭ই রবিউল আউয়াল বুধবার মাগরিব পর্যন্ত সমস্ত নামাজই মসজিদে গিয়ে আদায় করেন। সাহাবীগণের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে যেতেন এবং নামাজ আদায় করতেন। তবে বুধবার ইশার নামাজ ও বৃহস্পতি বার ফজরের নামাজে তিনি মসজিদে হাজির হতে পারেননি।

وكانت عائشة رضـ زوج النبى ﷺ تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتى واشتدبه وجعهٔ قال : هريقوا علىّ من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن لعلى اعهد الى الناس ـ فاجلسناه فى مخضب لحفصة (رض) زوج النبى ﷺ ثم طفقنا نصبّ عليه من تلک القرب حتى طفق يشير الينا بيده ان قد فعلتن ـ قالت ثم خرج الى الناس فصلى لهم وخطبهم ـ رواه البخارى ـ المجلد الثانى صفحـ ٦٣٩

অনুবাদ : প্রিয় নবী (ﷺ)'র সহধর্মিণী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করতেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর রোগ বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন- তোমরা এমন সাতটি মশক যার মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের উপদেশ দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা.) একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালা অব্যাহত রাখলাম যতক্ষণ না তিনি স্বীয় হাত মোবারক দ্বারা আমাদেরকে ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করেছ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- তারপর গোসল সেরে প্রিয় নবীজী (ﷺ) লোকদের কাছে গিয়ে মসজিদে সাহাবাদের সাথে নিয়ে জামা'তে নামাজ আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। (সহীহ বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৬৩৯পৃষ্ঠা)

নবী করীম (ﷺ)'র পার্থিব জীবনের শেষ বৃহস্পতিবার ৮ই রবিউল আউয়াল তারিখে খুবই কষ্টের সহিত কোন মতে জামাতের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.)'র হাতধরে মিম্বরে আরোহণ করে উম্মতের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়বিদারক ভাষণ দেন এবং বিদায় গ্রহণ করেন। সেদিনকার নবীজীর বিদায়ের কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আত্মহারা হয়ে বুক ফেটে কেঁদে উঠেন। তাঁদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে। ঐ ভাষণে তিনি হযরত আবু বকর (ছিদ্দীকে আকবর) (রা.) এর অনেক মর্তবা মর্যাদা ও প্রশংসা বর্ণনা করেন এবং অবশিষ্ট দিনগুলোতে নবীজীর (ﷺ) স্থলে ইমামতি করার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। এরই মাধ্যমে পরবর্তী খেলাফতের বিষয়টি একপ্রকার চুড়ান্ত হয়ে যায়। কেননা- নামাজের ইমামতি হলো ইমামতে ছোগরা। আর রাষ্ট্র পরিচালনার ইমামত হলো ইমামতে কোবরা।

৮ই রবিউল আউয়াল রোজ বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজ ও বিদায়ী খোৎবা প্রদানের পর দয়ালু নবীজী (ﷺ) হুজরা শরীফে চলে আসেন। ঐদিন আসরের নামাজ থেকে ১২ই রবিউল আউয়াল ফজরের নামাজ পর্যন্ত ছিদ্দীকে

আকবর (রা.) ইমামতি করেন। সর্বশেষ রবিউল আউয়ালের দ্বাদশ তারিখ সোমবার ফজরের নামাজের সময় নবী করীম (ﷺ) দরজার পর্দা সরিয়ে শেষ জামাতের দৃশ্য দেখে মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন। সাহাবায়ে কেরাম টের পেয়ে তাদের নামাজ ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। সবাই নবীজীর (ﷺ) নুরানী হাসির জালওয়া দেখে প্রিয় রসুল (ﷺ)'র সুস্থতা ভেবে খুশীতে আত্মহারা, নামাজের ইমাম ছিদ্দিক-এ আকবার (রা.) পেছনে সরে আসার জন্য উদ্যত হলেন। ইত্যবসরে নবীজী (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা উপলব্ধি করত: হাতের ইশারায় তাদের স্থির থাকতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দেন। জামাতে নামাজ শেষ করে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) বিবি আয়েশা (রা.)'র গৃহে প্রবেশ করেন এবং বললেন- মনে হয় নবী করীম (ﷺ) আজ অনেক সুস্থ। অসুখ কমে গেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। বহুদিন পর হুজুর (ﷺ)'র নুরানী মুখে হাসি দেখে যারপর নাই আনন্দিত। অথচ সাহাবায়ে কেরাম মনেও করেননি যে, এটা ছিল প্রিয় আক্বার ﷺ জীবনের শেষ হাসি। রসুলে পাক (ﷺ)'র সাথে কুশল-বিনিময় করে তিনি বিদায় নিয়ে মদীনা শরীফের বাইরে ১মাইল পূর্ব প্রান্তে سنح (সুনহ) নামক স্থানে তাঁর এক বিবি হাবিবাহ বিনতে খারেজার (রা.) বাসস্থানের দিকে ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা দিলেন

(اصح السير صفحه ٥٣٨)

এদিকে চাশতের নামাজের সময় নবী করীম (ﷺ) মওলার ডাকে সাড়া দেন। (ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হযরত সালেম ইবনে ওবায়দ (রা.) নবীজী (ﷺ)'র ওয়াফাতের সংবাদ নিয়ে সুনহ গমন করেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) খবর পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটে এসে হুজরা শরীফে প্রবেশ করে দেখলেন দয়ালু আক্বা রহমতের মহা সাগর আর নেই। তিনি পর্দা সরিয়ে নুরানী চেহারা মোবারক দেখে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তিনবার চুম্বন করেন।

(البداية والنهاية، السيرة الحلبية المجلد الثانى صفحه ٤٧٣)

(আল-বাদায়াহ্ ওয়ান্ নেহায়াহ ৫ম খন্ড, সীরাতে হালাবীয়াহ্, ২য় খন্ড ৪৭৩ পৃষ্ঠা, আসাহহুস সিয়র ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

রসুলুল্লাহর ﷺ ওয়াফাত দিবসের ঘটনা প্রবাহ-

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০ম হিজরী মোতাবেক ৬৩২ খ্রী: ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার দিন হযরত রসুলে করীম (ﷺ) ওয়াফাত বরণ করেন এবং ঐ দিন ফজরের নামাজে তিনি উম্মতের সর্বশেষ জামাত প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হয়ে মুচকি হাসি দেন। নামাজ শেষে হযরত ছিদ্দীকে আকবর (রা.) 'সুনহ' নামক স্থানে চলে যান। ইত্যবসরে বেলা যতই বাড়তে লাগল ছরকারে দোআলম (ﷺ) এর অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে তিনি কন্যা ফাতেমা (রা.) ও অন্যান্য উম্মহাতুল মুমিনীন গণকে ডাকালেন। সবাই এসে উপস্থিত হলেন। নবী করীম (ﷺ) এর রোগ বৃদ্ধির কথা মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মত মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে এসে সমবেত হন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হুজরা শরীফে প্রবেশ করে নবীজী (ﷺ) কে সালাম দিয়ে পবিত্র গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! জ্বরের তাপে আপনার শরীর মোবারকে হাত রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তখন নবীজীর শরীর মোবারকের উপর একখানা কম্বল ছিল। জ্বরের তাপে কম্বলের উপরিভাগে ও প্রচন্ড তাপ অনুভুত হচ্ছিল। এমন কঠিন অবস্থায় ও নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন- আমরা নবীগণের (আ.) পুরস্কার যেমন দ্বিগুণ তদ্রুপ পরীক্ষাও দ্বিগুণ। নবীগণ (আ.) সুখের সময় যেরূপ আনন্দিত তদ্রুপ পরীক্ষা কালেও আনন্দিত।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী করীম (ﷺ) এর কষ্ট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে শুরু করল এবং বেহুশ হওয়ার উপক্রম হল তখন এ অবস্থা দেখে কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা (রা.) ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন- واكـــرب ابـــاه অর্থাৎ হায়! আমার আব্বাজানের কত ভীষণ যন্ত্রণা। নাছাঈ শরীফের বর্ণনায় এসেছে- তিনি (রা.) واكـــربـــاه বলেছেন। এমতাবস্থায় নবীজী (ﷺ) তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন-

لاكرب على ابيک بعد اليوم- صحيح البخارى- مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ٧٣٦)

মা! কেঁদোনা! আজকের পর তোমার আব্বাজানের আর কোন কষ্ট হবে না। অর্থাৎ আজ দুনিয়াবী শেষ দিন। (সহীহ্ বুখারী শরীফ)

وعن جعفر بن محمد عن ابيه ان رجلا من قريش دخل على ابيه على بن الحسين فقال الا احدثک عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلٰى حدثنا عن ابى القاسم صلى الله عليه وسلم- قال لما مرض رسول الله ﷺ اتاه جبرئيل عـ فقال يا محمد ان الله ارسلنى اليک تكريما لک وتشريفًا لک خاصة لک يسألک عما هو اعلم به منک يقول كيف تجدک قال اجدنى ياجبرئيل مغموما- واجدنى ياجبرئيل مكروبا ثم جاء اليوم الثانى فقال له ذالک- فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم كما رد اول يوم- ثم جاء ه اليوم الثالث فقال له كما قال اول يوم ورد عليه كما ردّ عليه- وجاء معه ملک يقال له اسماعيل (هوصاحب سماء الدنيا) على مائةألف ملک- كل ملک على مائة ألف ملک- فاستأذن عليه فسأله عنه ثم قال جبرئيل هذا ملک الموت- يستأذن عليک- ماإستأذن على ادمى قبلک ولايستأذن على ادمى بعدک- فقال ائذن له- فاذن له فسلم عليه ثم قال يا محمد ان الله ارسلنى اليک فان امرتنى ان اقبض روحک قبضت وان امرتنى ان اتركه تركته- فقال وتفعل ياملک الموت قال نعم- بذالک أمرتُ- وامرت ان اطيعک- قال فنظر النبى صلى الله عليه وسلم الى جبرئيل عليه السلام فقال جبرئيل يا محمد ان الله قد اشتاق الى لقائک فقال النبى صلى الله عليه وسلم لملک الموت امض لما امرت به فقبض روحه- فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ت التعزيه سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته- ان فى الله (فى كتابه) عزاء من كل مصيبة وخلفا (عوضًا) من كل هالک ودركًا من كل فائت- فبالله فاتقوا واياه فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب فقال على رضـ اتدرون من

هذا؟ هو الخضر عليه السلام - رواه البيهقى فى دلائل النبوة - مشكوٰة صفحه ٥٥٠ - ٥٤٩ -

অর্থাৎ- হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা কোরাইশী এক ব্যক্তি তাঁর (মুহাম্মদের) পিতা আলী ইবনে হোসাইনের নিকট আসল। তখন আলী ইবনে হোসাইন (আগত লোকটিকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাকে রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ)'র একটি হাদীস বর্ণনা করব? লোকটি বলল, হাঁ, অবশ্যই আবুল কাসেম (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করুন। তখন আলী ইবনে হোসাইন (মুরসাল হিসাবে) বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) যখন রোগাক্রান্ত হলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার খেদমতে প্রেরণকরে আপনার হাল-অবস্থা জানতে চেয়েছেন। অথচ আপনার অবস্থা সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) আপনার চাইতেও অধিক অবগত আছেন। তবুও তিনি জানতে চেয়েছেন যে, আপনি এখন নিজের মধ্যে কিরূপ অনুভব করছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, হে জিবরাঈল! আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত পাচ্ছি এবং নিজের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করছি। (তার পর সেদিন জিবরাঈল চলিয়া গেলেন।) আবার দ্বিতীয় দিন এসে বিগত দিনের ন্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর নবীজী (ﷺ) ও প্রথম দিনের মত উত্তর দিলেন। এই দিনও জিবরাঈল (আ.) চলে গেলেন, পুনরায় জিবরাঈল তৃতীয় দিন আসলেন এবং নবী (ﷺ)-কে প্রথম দিনের ন্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর তিনিও প্রথম দিনের মত একই উত্তর দিলেন। এ (তৃতীয়) দিন জিবরাঈলের সঙ্গে আসলেন "ইসমাঈল" নামে আর একজন ফেরেশতা। তিনি ছিলেন এমন এক লক্ষ ফেরেশতার সর্দার, যাদের প্রত্যেকই (স্বতন্ত্রভাবে) এক এক লক্ষ ফেরেশতার সর্দার। সেই ফেরেশতাও নবী (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। নবীজী (ﷺ) জিব্রাঈলকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। (অত:পর তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন) তারপর জিব্রাঈল (আ.) নবীজী (ﷺ) কে বললেন এই যে, মালাকুল মাউত

(আযরাঈল)। ইনিও আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি আপনার পূর্বে কখনও কোন মানুষের কাছে যেতে অনুমতি চাননি এবং আপনার পরেও আর কখনও কোন মানুষের নিকট আসতে অনুমতি চাইবেন না। অতএব, তাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করুন। তখন নবী (ﷺ) তাকে অনুমতি দিলেন। আর তিনি নবী (ﷺ)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! ﷺ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার রূহ কবয করার অনুমতি বা নির্দেশ দেন, তাহলে আমি আপনার রূহ কবয করব। আর যদি আপনি ছাড়িয়া দিতে নির্দেশ দেন, তাহলে আমি ছেড়ে দেব (অর্থাৎ, রূহ কবজ করব না) তখন নবী (ﷺ) বললেন, হে মালাকুল মউত! আপনি কি এমন করতে পারবেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি এভাবেই নির্দেশিত হয়েছি। আর আমি ইহাও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আপনার নির্দেশ মেনে চলি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় নবী (ﷺ) হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের দিকে তাকালেন, তখন জিবরাঈল বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাক্ষাৎলাভের জন্য একান্তভাবে উদগ্রীব। তখনই নবী (ﷺ) মালাকুল মউতকে বললেন, যে জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তাই কার্যে পরিণত করুন। অত:পর তিনি তাঁহার রূহ কব্জ করে ফেললেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইন্তিকাল করেন এবং একজন সান্তনা দানকারী আসেন, তখন তাঁহারা গৃহের এক পার্শ্ব হতে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন। "হে আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহর কিতাবে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সান্ত্বনা ও ধৈর্যের উপাদান রয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক ধ্বংসের উত্তম বিনিময়দানকারী এবং প্রত্যেক হারানো বস্তুর ক্ষতিপুরণ দানকারী। সুতরাং তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চল এবং তাঁর কাছেই সর্বময় কল্যাণ কামনা কর। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ যে সওয়াব হতে বঞ্চিত। অত:পর হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা কি জান? এ শান্তনাবানী প্রদান কারী লোকটি কে? ইনি হলেন, হযরত খিযির (আ.)। (বায়হাকী শরীফ, , মিশকাত শরীফ ৫৪৯-৫৫০পৃষ্ঠা)

وكفنتمونى فضعونى على شفير قبرى - ثم اخرجوا عنى ساعة ، فان اول من يصلى علىّ خليلاى وجليساى جبريل وميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام - وليبدأ بالصلوة علىّ رجال اهل بيتى ثم نساؤهم ثم ادخلوا على افواجًا افواجًا وفرادىٰ فرادى ، ولاتؤذونى بباكية ولابرنة ولابضجة - ومن كان غائبا من اصحابى فأبلغوه عنى السلام - واشهدكم بانى قدسلمت على من دخل فى الاسلام ومن تابعنى فى دينى هذا منذ اليوم الى يوم القيامة - قلنا - فمن يدخلك قبرك يارسول الله؟ قال رجال اهل بيتى الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لاترونهم ثم قال البيهقى تابعه احمد بن يونس عن سلام الطويل - (البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رح المجلد الخامس الصفحه ٢٥٣)

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) অসুস্থতার দরুণ দূর্বল হয়ে পড়লেন তখন আমরা কয়েকজন ঘনিষ্ট সাহাবী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.)'র হুজরা শরীফে প্রবেশ করলাম। আমাদেরকে দেখে হুজুর আকরাম (ﷺ) এর দু'চোখ মোবারক অশ্রু সিক্ত হল। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন- বিদায়কাল অত্যাসন্ন। তোমাদের আগমন শুভ হোক। মহান আল্লাহ তোমাদের জীবিত রাখুন, তোমাদেরকে সঠিক পথে অবিচল রাখুন, তোমাদেরকে সাহায্য করুন, তোমাদের উপকার করুন, উত্তম কাজের তাওফীক দান করুন, দ্বীনের পথে সুদৃঢ় রাখুন, তোমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ্ তোমাদেরকে কবুল করুন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়া বা খোদাভীতির অসিয়ত করছি। আমার ওয়াফাতের পর তোমাদেরকে মহান আল্লাহর হেফাজতে সোপর্দ করে যাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর বান্দাহর ব্যাপারে ও খোদার রাজত্বে তাঁর অবাধ্যতা করবেনা।

উল্লেখ্য যে, রসুল (ﷺ) অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ওয়াফাত পরবর্তী কালের, সকল কার্যাদির বর্ণনা অগ্রীম বলে দিয়েছেন। কখন তাঁর ওয়াফাত হবে, কে গোসল দেবে, কোন্ দেশীয় কাপড় দ্বারা কাফন মোবারক দেয়া হবে, কোন স্থানের পানি দ্বারা গোসল শরীফ দেয়া হবে, কে প্রথম জানাযার সালাত আদায় করবেন। কোন ধরণের সালাত আদায় করবেন, হুজুর (ﷺ) কে রওজা মোবারকে কারা নামাবেন কোথায় দাফন করা হবে? ইত্যাদি বিষয়ে হযরত ইবনে কাছীর (রহ.) বায়হাকী সূত্রে যে হাদীস খানা রেওয়ায়েত করেছেন তা নিম্নে পেশ করলাম-

عن عبدالله بن مسعود رضـ قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا فى بيت عائشة رضـ فنظر الينا رسول الله ﷺ فدمعت عيناه - ثم قال لنا : قددنا الفراق ونعى الينا نفسه ، ثم قال مرحبابكم حياكم الله، هداكم الله ، نصركم الله ، نفعكم الله ، وفقكم الله ، سددكم الله وقاكم الله ، اعانكم الله قبلكم الله ، اوصيكم بتقوى الله ، واوصى الله بكم واستخلفه عليكم انى لكم منه نذير مبين - ان لاتعلوا على الله فى عباده وبلاده - فان الله قال لى ولكم - "تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين" وقال تعالىٰ : اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين - (الاية) قلنا - فمتى اجلك يارسول الله؟ قال - قد دنا الاجل والمنقلب الى الله والسدرة المنتهى والكأس الاوفى والفرش الاعلىٰ - قلنا - فمن يغسلك يارسول الله؟ قال - رجال من اهل بيتى - الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لاترونهم - قلنا - ففيم نكفنك يارسول الله؟ قال - فى ثيابى هذه ان شئتم اوفى يمنية اوفى بياض مصر قلنا - فمن يصلى عليك يارسول الله؟ فبكى وبكينا - وقال - مهلاً! غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا - اذا غسلتمونى وحنطتمونى

তারপর তিনি পরকালীন সুখ-শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কিত দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

١. تلک الدار الأخرة نجعلها للذين(الاية) (٨٣) سورة القصص

অর্থাৎ : ইহা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

٢. اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين (٦٠) سورة الزمر۔

অর্থাৎ- উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- আমরা আরজ করলাম- ইয়া রসুলাল্লাহ্ (ﷺ) ! আপনি কখন ইন্তিকাল করবেন? রসূল (ﷺ) ইরশাদ করলেন- নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী। উত্তম বিছানা, পরিপূর্ণ পানপাত্র, সিদ্‌রাতুল মুনতাহা এবং মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও ঘনিয়ে আসছে। আমরা পূনরায় আরজ করলাম- য়্যা রসুলাল্লাহ! (ﷺ) আপনাকে কে গোসল দেবে? উত্তর দিলেন- আমার আহলে বায়তের পুরুষগণ, অতি নিকটতম জন, তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যজন সাথে থাকবে অনেক ফেরেশতা, তারা তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখনা। আবার আরজ করলাম- য়্যা রসুলাল্লাহ্!(ﷺ) কোন ধরণের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হবে? ইরশাদ করলেন- আমার পরিধানের কাপড় দ্বারা অথবা ইয়ামন দেশীয় কাপড় দ্বারা অথবা মিশরীয় সাদা কাপড় দ্বারা। পুনরায় আরজ করলাম- ইয়া রসুলাল্লাহ্! (ﷺ) কে আপনার উপর সালাত আদায় করবেন? একথা শুনে তিনি কেঁদে উঠলেন। আর আমরাও কাঁদলাম। অত:পর তিনি বললেন- এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। আল্লাহপাক তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান দান করুন। শুন! যখন তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগাবে এবং কাফন পরাবে তখন তোমরা আমাকে আমার রওজার নিকট রেখে কিছুক্ষণের জন্য সরে যাবে। কেননা এসময় আমার বন্ধু ও সঙ্গী হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল এরপর ইসরাফীল ও তারপর মালাকুল মউত আযরাঈল (আ.) অন্যান্য ফিরিস্তাগণকে নিয়ে আমার উপর (সালাত) পাঠ করবে। এরপর

প্রথমে আমার আহলে বাইত বা পরিবার বর্গের পুরুষেরা আমার উপর সালাত পড়বে। এরপর আমার পরিবারের মহিলাগণ সালাত পড়বে। অত:পর তোমরা দলে দলে আমার হুজরায় প্রবেশ করে সালাত পড়বে অথবা একা একা সালাত পড়বে। ক্রন্দকারিণী কোন মহিলা দ্বারা আমাকে কষ্ট দিওনা। আমার যে সকল সাহাবী উপস্থিত হতে পারবে না তাদের কাছে আমার সালাম পৌছে দিও। আমি তোমাদের স্বাক্ষী রেখে বলছি- যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আমার দ্বীনের বিষয়ে আমাকে অনুসরণ করবে আমি তাদের সকলকে সালাম দিয়ে গেলাম।

আমরা পুনরায় আরজ করলাম- ইয়া রসুলাল্লাহ্! (ﷺ) কে আপনাকে রওজা মোবারকে রাখবে? নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ ফরমান- আমার আহলে বাইতের পুরুষগণ, নিকটতম ব্যক্তি তারপর ক্রমানুসারে। সাথে থাকবে অনেক ফেরেশতা। তারা তোমাদেরকে দেখে তবে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। (বায়হাকী, আল-বাদায়াহ্ ওয়ান- নেহায়াহ্ ৫ম খন্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা)

সমগ্র সৃষ্টির জান, রহমতের ভান্ডার, করুণার আধার, উম্মতের কান্ডারী, গোনাহগারদের সাহারা, অসহায়দের সহায়, আহলে বাইতের ও হাসান-হোসাইনের (রা.) জানের জান, সাহাবায়ে কেরামের প্রাণের প্রাণ, দয়ার সাগর নবীজী (ﷺ)'র উপর সাকরাত শুরু হল।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (রহ.) হযরত কাছেম বিন মুহাম্মদ (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন- যে সময় রসুলে আকরাম (ﷺ) এর উপর সাকরাত শুরু হয়েছে সে সময় তাঁর নিকট একটা পানির পাত্র ছিল। আর তিনি বার বার ঐ পাত্রে হাত সিক্ত করে নিজের পবিত্র চেহারা মোবারকে মালিশ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ্! সাকরাতের মুহুর্তে আমাকে সাহায্য করুন।

اللهم اعنى على سكرات الموت ۔ (الحديث)

(اصح السير صفحہ ٥٧٨ ۔ مدارج النبوة المجلد الثانى صفحہ ٧٢٨)۔

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) আরো বলেন- ইত্যবসরে আমার ভাই

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) হুজরায় তাশরীফ আনলেন। তার হাতে একটা তাজা মিসওয়াক ছিল। আর তখন রসূল (ﷺ) আমাকে হেলান দিয়ে আমার কোলে অবস্থান করছেন। আমি দেখলাম যে, তিনি মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বুঝতে পারলাম নবীজী তা কামনা করছেন। তাই আরজ করলাম- ইয়া রসুলাল্লাহ্ আপনার জন্য কি মিসওয়াক নেব? তিনি মাথা মোবারক দ্বারা ইশারা করলেন হ্যাঁ। তখন আমি হযরত আবদুর রহমান (রা.) থেকে মিসওয়াকটা নিয়ে স্বীয় দাঁতে চিবায়ে নরম করে হুজুর (ﷺ) কে দিলাম। তিনি খুবই উত্তম ভাবে মিসওয়াক করলেন। তবে যখনই তিনি মিসওয়াক করা শেষ করলেন; তখনই তাঁর হাত মোবারক থেকে মিসওয়াক পড়ে গেল অথবা তাঁর হাত মোবারক পড়ে গেল। অর্থাৎ রূহ মোবারক প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য হযরত আজরাঈলের (আ.) কাজ সম্পন্ন প্রায়। সেই কঠিন মুহূর্তেও নবীজীর নুরানী মুখে হাদীসের শোভা বিকিরণ করছিল এই বলে যে, "মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্যিই কষ্টদায়ক" আরো ইরশাদ করেন- তোমরা নামাজের পাবন্দী করবে এবং দাস-দাসীদের প্রতি সদয় হবে।

الصلوة والصلوة وماملكت ايمانكم- (الحديث)

(السيرةالحلبية - المجلد الثالث صفحه ۴۷۳- مدارج النبوة جلد دوم، صفحه ۴۲۸)

একথা বলেই নবী করীম (ﷺ) মিসওয়াক করা অবস্থায় বিবি আয়েশা (রা.) এর বক্ষে মাথা মোবারক এলিয়ে দিয়ে তিনবার উচ্চারণ করলেন-

اللهم فى الرفيق الاعلى অপর বর্ণনা মতে فى الرفيق الاعلى অন্য রেওয়ায়ত মোতাবেক اللهم اغفرلى واجعلنى فى الرفيق الاعلى مرتين؟

অন্য বর্ণনা মতে اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى

অর্থাৎ আমার প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্যে- হে আল্লাহ্! এ কথা বলেই তাঁর পবিত্র রূহ মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন এবং তিনি ওয়াফাত বরণ করেন। انالله وانا اليه راجعون- (ছহীহ্ বুখারী শরীফ)

এসময় ইসমাঈল ফেরেশতা শতশত কোটি ফেরেশতা নিয়ে হাজির হলেন। (বায়হাকী)

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তখন সময়টি ছিল দ্বি প্রহরের পূর্বে চাশতের নামাজের

সময়। মাস ছিল রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার।

ان عائشة كانت تقول ان من نعم الله علىّ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى فى بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى وان الله جمع بين ريقى وريقه عند موته- رواه البخارى-

وفى رواية بين حاقنتى وذاقنتى- وفى رواية فجمع الله بين ريقى وريقه فى آخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة-

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) প্রায়ই বলতেন আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত যে, নবী করীম (ﷺ) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ওয়াফাত বরণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ওয়াফাতের সময় আমার থুথু তাঁর থুথু মোবারকের সাথে মিশ্রিত করে দেন। (মিসওয়াক ছিবানুর মাধ্যমে) অন্য বর্ণনা মতে- আয়েশা (রা.) বলেন- আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে হেলান দেওয়া অবস্থায় প্রিয় নবীজী (ﷺ) ওয়াফাত বরণ করেন। (সহীহ বুখারী শরীফ)

অতুলনীয় রসুল (ﷺ)এর অদ্বিতীয় জানাযা

সকল প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তা, মহান পালন কর্তা, মহান রিযিকদাতা পরম দয়ালু ও বিধান দাতা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। যিনি সৃষ্টকুল সৃষ্টি করেছেন। তম্মধ্যে মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দিয়েছেন। সাথে সাথে মানবজাতির হিদায়তের জন্য লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর (আ.) প্রেরণ করেছেন। অসংখ্য-অফুরন্ত দুরূদ ও সালাম ঐ মহান রসূলের নূরানী চরণে যাঁর বদৌলতে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। যিনি না হলে কিছুই হতো না, সৃষ্টির মধ্যে যাঁর কোন তুলনা নেই, উপমা নেই, দ্বিতীয় নেই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার পর সৃষ্টজীবের সবার উপরে যার মহান স্থান। যেমন কবির ভাষায়-

ياصاحب الجمال وياسيد البشر ÷ من وجهک المنير لقد نور القمر
لايمكن الثناء كما كان حقه ÷ بعداز خدا بزرگ توئی قصه مختصر

যিনি নুরের সৃষ্টি দৃশ্য-অদৃশ্য জ্ঞানের ভান্ডার, বিশ্ব বাসীর জন্য রহমত হায়াতুন্নবী যাঁর প্রশংসা কিয়ামতের পরও অব্যাহত থাকবে। যাঁকে মহান সৃষ্টি কর্তা সর্বপ্রথম অতি আদরে যারপর নাই দয়া ও অপূর্ব সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময় প্রভু যাঁর নাম রেখেছেন আহমদ ও মুহাম্মদ (ﷺ) যাঁর শানে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- ورفعنالک ذکرک অনুবাদ : (প্রিয় বন্ধু!) আমি আপনার জন্য আপনার যিকরকে বুলন্দ করেছি। অর্থাৎ- আমি আপনার চর্চা উঁচু করেছি। যেমন- মহান ব্যক্তির চর্চা তো কেবল যমীনে। কিন্তু মাহবুব (ﷺ) এর চর্চা জমীনে, আসমানে, আরশে, লা-মকানে, জান্নাতে, কালিমাতে, নামাজে, আযানে, ইকামতে, তাশাহহুদে, খুতবায়, কুরআনে-হাদীসে, এক কথায় খোদার খোদায়ীর সবখানে প্রিয় মাহবুবের প্রশংসা ও গুণকীর্তন চলে এবং চলতে থাকবে। আজীমুশ্ শান্ নবীজীর শান-মান বর্ণনা করে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ শেষ করতে পারবে না। কেননা পুরা কুরআনই হলো তাঁর প্রশংসাগীতি ও চারিত্রিক সনদ।

সৃষ্টির মধ্যে মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কোন তুলনা নেই। বাল্যকাল, শৈশবকাল, যৌবনকাল তথা নুবুওয়াত প্রকাশের আগের- পরের জীবন কাল এমনকি দুনিয়া থেকে পর্দা করার মধ্যেও যাঁর সাথে পৃথিবীর কোন সৃষ্টির

তুলনাই হয়না। এ জগত থেকে বিদায়ের পর তাঁর গোসল শরীফ ও নামাজে জানাযার সাথে ও অন্য কারো গোসল ও জানাযার তুলনা হয় না। কুরআন-হাদীস তথা ইলমে শরীয়তের মূল সারমর্ম হলো- রসুল (ﷺ) সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, তিনি কারো মত নন। কেউ তাঁর মত ও নয়। সুতরাং রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা, কাজ, সম্মতি, সিদ্ধান্ত, ইবাদাত, রিয়াজত, ইমামত, ছিয়াছত, কিয়াদত, হায়াত, ওফাত, এমনকি রসুলের নামাজ-এ-জানাযা ও অতুলনীয়। কারো মতো নয়।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের আলেম সমাজের মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে মতানৈক্য আছে যে, কেউ কেউ বলতেছেন রসূলের (ﷺ) নামাজে জানাযা হয়নি। অপর পক্ষে কতিপয় আলেম বলে থাকেন- রসুলের নামাজে জানাযা আমাদের মত হয়েছে। আসলে উভয় পক্ষের অভিমত ও ধারণাটাই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, রসুলের (ﷺ) নামাজে জানাযা হয়নি বললে যেমন তাঁর শান-মান বাড়বে না। তেমনিভাবে আমাদের মত হয়েছে বলাটা বেয়াদবী ও নিরেট মূর্খতা এবং রসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে অজ্ঞতা ও বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমি আগেও বলেছি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোন বিষয়ের সাথে আমাদের তুলনা হয় না। অনুরূপ নামাজে জানাযার বিষয়টির সাথে ও আমাদের নামাজে জানাযার সাথে তুলনা হয় না।

রসূল (ﷺ) এর জানাযা শরীফ হয়েছে কি হয়নি? হয়ে থাকলে কিভাবে হয়েছে? নিয়ম পদ্ধতিটা কিরূপ? জানাযা নামাজে মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। আর ছরকারে দো-আলম (ﷺ) তো মাসুম বা নিস্পাপ, তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্নই উঠেনা। বরং তাঁর উছিলাতেই তো ক্ষমা লাভ হয়।

নিম্নে এসব বিষয়ে তাত্ত্বিক ও তথ্যনির্ভর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি সহকারে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত উম্মাতে মুহাম্মদী (ﷺ) তথা মুসলিম উম্মাহর জ্ঞাতার্থে পেশ করলাম। কারণ মানুষ দুই কারণে ভূল করে। একটি হলো-না জানা বা অজ্ঞতার কারণে। অন্যটি হলো- আত্ম-অহংকার, হাম-বড়াঈ, গোয়ার্তুমী, বিদ্বেষ মনোভাব ও বেয়াদবীর কারণে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে খাওফে খোদা ও হুব্বে রসূল তথা খোদাভীতি এবং রসুল প্রেম ও সহীহ বুঝ দান করুন। (আমীন)

রসুলুল্লাহ'র (ﷺ) সালাতুল জানাযাহ্'র পদ্ধতি

প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমান নর-নারীকে চার তাকবীরের সাথে লাশকে সামনে রেখে বিজোড় কাতারে দন্ডায়মান হয়ে পাক-পবিত্র অবস্থায় এক ইমামের পেছনে ইকতিদা করে জামাআত সহকারে সালাতুল জানাযাহ্ বা জানাযার নামাজ পড়া হয়। জানাযার রুকন ও শর্ত সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এতে চারটি তাকবীর রয়েছে। প্রথম তাকবীরের পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ এবং তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হয়। পরিশেষে চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামাজ সমাপ্ত করা হয়। এটাকে নামাজ বলা হয় এজন্য যে, মুর্দাকে সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে হাত বেঁধে ইমামের পেছনে ইকতিদা করতে হয়। শুধু দোয়া হলে এসব করতে হত না। এর একটি অংশ মাত্র দোয়া যা তৃতীয় তাকবীরের পর পড়া হয়। এ হলো সাধারণ মুমিন-মুসলমানের ব্যাপারে।

কিন্তু নবী করীম (ﷺ) এর ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য ছিল। যা অতুলনীয়। যেমন রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর বেলায় কোন ইমাম ছিলনা। মোকতাদীর প্রশ্নই উঠেনা। মাগফিরাতের কোন দোয়া ও ছিলনা, এটা ছিল এক অতুলনীয় ও অসাধারণ নামাজে জানাযাহ্। কেননা, সাধারণ জানাযা হলে মহিলাগণ অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। কাজেই রসুল (ﷺ) যেমন অতুলনীয়, তাঁর সমস্ত কিছু এমনকি জানাযা মোবারক ও অতুলনীয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ)'র শুরু থেকে শেষ কোন বিষয়ের সাথে সৃষ্টির কারো কোন বিষয়ে তুলনা হয়না। ফলে তাঁর বেলাদত পার্থিব হায়াত, ওফাত এমনকি জানাযাও তুলনা বিহীন।

এখন মহান রসুলে পাকের (ﷺ) জানাযার ধরণটা কিরূপ ছিল তা বলার আগে মুসলিম মিল্লাতের কাছে একটা আরজ করতে চাই যে, রসুলুল্লাহর (ﷺ) জানাযা হয়েছে- নাকি হয় নাই। এই বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। একদল মুসলমান দাবী করে যে, রসুল (ﷺ)'র জানাযা হয় নেই। অপর দল মনে করে জানাযা [জামাতের সাথে] হয়েছে।

যারা রসুলের (ﷺ) জানাযা হয় নাই বলে দাবী করে তাদের যুক্তি হলো রসুল (ﷺ) যেহেতু হায়াতুন্নবী সেহেতু তাঁর ইন্তিকাল ও জানাযা হওয়াটা প্রশ্নাতীত ও অসম্ভব।

তাদের এই যুক্তির প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই-হ্যাঁ! রসুল (ﷺ) হায়াতুন্নবী। এই বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত কায়েম হয়েছে। এটা অস্বীকার করার কোন জো নেই। তবে অন্য মানুষের ইন্তিকাল ও প্রিয় রসুল হায়াতুন্নবীর (ﷺ)ইন্তিকালের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ মানুষ ইন্তিকালের সাথে সাথে শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (ﷺ) ইন্তিকাল করলেও তাঁর সাথে রূহ মোবারকের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এটা একমাত্র খোদায়ী বিধান (انک میت وانهم میتون) এর বাস্তবায়ন। তাই তো ওয়াফাত বরণ করার পরও কবর শরীফে তিনি পবিত্র ঠোঁট মোবারক নেড়ে নেড়ে উম্মতের জন্য দোয়া করছিলেন। অতএব সহীহ আকীদা হলো- রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) ওয়াফাত বরণ করেছেন এবং অতুলনীয় ভাবে নামাজে জানাযাও হয়েছে। যথাস্থানে বিস্তারিত বলব।

দ্বিতীয় পক্ষের লোক যারা বলে রসুলের জানাযা সাধারণ ভাবে জামাত সহকারে হয়েছে। তাদের উত্তরে বলব- অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের সঠিক মতামত হলো নবী করীম (ﷺ) কোন দিক দিয়ে আমাদের মতো নয়। কোন মানুষ নবী (ﷺ)'র সমকক্ষ বা মতো হতে পারে না। তাই নবীজী (ﷺ) যেহেতু আমাদের মতো নয় সেহেতু নবীজীর জানাযা হয়েছে ঠিক কিন্তু আমাদের মতো নয়। বরং অতুলনীয়।

রসুলে পাক (ﷺ) এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ওয়াফাত পরবর্তী কালের সমস্ত অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত বিবরণ অগ্রীম বলে গেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবীজীর (ﷺ) খেদমতে আরজ করলেন-

فمن یصلی علیک یار سول الله؟ فبکی وبکینا وقال مهلا! غفر الله لکم وجزاکم عن نبیکم خیرا ــ اذا غسلتمونی وحنطمونی و کفنتمونی فضعونی علی شفیر قبری ثم اخرجوا عنی ساعة۔ فان اول من یصلی علیّ

রসুলুল্লাহ (ﷺ)'র সালাতুল জানাযাহ্ ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নরূপ :

عن ابن عباسؓ قال لما ارادو ان يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا الى ابى عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح اهل مكة وبعثو الى ابى طلحة وكان هوالذى يحفر لاهل المدينة وكان يلحد ـ فبعثوا اليهما رسولين ـ فقالوا اللهم خرلرسولك فوجدوا اباطلحة فجئ به ولم يوجدابو عبيدة ـ فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال فلما فرغوا من جهازه يوم الثلثاء وضع على سرير فى بيته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالايصلون عليه ـ حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء حتى اذا فرغوا ادخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد ـ (ابن ماجه شريف المجلد الاول صفحه ٥٢٠)

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রসূলুল্লাহর (ﷺ) জন্য কবর শরীফ খনন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তাঁরা একজন লোককে হযরত আবু ওয়াবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা.)কে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। তিনি মক্কার নিয়মে কবর খনন করেন। আরেক জন লোককে হযরত আবু ত্বালহা (রা.) কে ডেকে আনার জন্য পাঠালেন। তিনি মদীনার নিয়মে লাহ্দ বা সিন্ধুকী কবর খননে পারদর্শী। অত:পর তারা ফরিয়াদ করলেন- হে আল্লাহ্! তুমি তোমার রসূলের জন্য একজনকে বেছে নাও। হযরত আবু ত্বালহার নিকট প্রেরিত ব্যক্তি তাঁকে পেয়ে গেলেন এবং সাথে করে নিয়ে আসলেন। আর তিনি মদীনার নিয়মে বগলী/সিন্ধুকী কবর খনন করলেন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) কে পাওয়া গেল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যখন মঙ্গলবার দিন রসূলুল্লাহর (ﷺ) কবর শরীফ খননের কাজ সুসম্পন্ন করা হল। তখন হায়াতুন্নবী (ﷺ) এর পবিত্র দেহ মোবারক স্বীয় হুজুরা শরীফে শোভিত খাটের উপর রাখা হল। অত:পর পুরুষ (সাহাবাগণ রা.) সালাত আদায়ের জন্য প্রিয় নবীজী (ﷺ)'র

خليلاى وجليساى جبرائيل وميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام ـ وليبدأ بالصلوة علىّ رجال اهل بيتى ثم نسائهم ثم ادخلوا علىّ افواجا افواجا وفرادى وفرادى ولاتؤذونى بباكية ولابرنة ولابضجة ومن كان غائبا من اصحابى فابلغوه عنى السلام ـ واشهدكم بانى قد سلمت على من دخل فى الاسلام ومن تابعنى فى دينى هذا منذ اليوم الى يوم القيامة ـ

অনুবাদ : ইয়া রাসুলুল্লাহ! (ﷺ) কে আপনার উপর জানাযার সালাত আদায় করবে? একথা শুনে তিনি কাঁদলেন। আমরাও কাঁদলাম। অত:পর তিনি ইরশাদ করলেন এ প্রসঙ্গ একটু রাখ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান দান করুন। শুন! যখন তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগাবে এবং কাফন পরাবে, তখন তোমরা আমাকে আমার রওজার কিনারে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বের হয়ে আসবে। কেননা, এসময় আমার দুই বন্ধুও সঙ্গী হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল, এরপর ইসরাফীল, তারপর মালাকুল মউত আজরাঈল (আ.) অন্যান্য ফেরেশতাগণকে নিয়ে আমার (উপর) সালাত পাঠ করবে। এরপর প্রথম আমার আহলে বাইত বা পরিবারবর্গের পুরুষেরা আমার সালাতুল জানাযাহ আদায় করবে। এরপর আমার পরিবারের মহিলাগণ সালাত আদায় করবে। এরপর তোমরা দলে দলে আমার গৃহে প্রবেশ করবে অথবা একা একা গিয়ে সালাত পড়বে। ক্রন্দনকারিনী কোন মহিলা দ্বারা আমাকে কষ্ট দিওনা। আমার যেসব সাহাবী উপস্থিত হতে পারবে না তাদের কাছে আমার সালাম পৌছিয়ে দিবে। আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী রেখে বলছি যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যারা আমার দ্বীনের বিষয়ে আমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের সকলকে সালাম দিয়ে গেলাম।

(البداية والنهاية ـ المجلد الثالث صفحه ٢٥٣)

নিকট দলে দলে প্রবেশ করলেন। পুরুষদের সালাত সমাপনের পর মহিলা সাহাবাগণ (রা.) প্রবেশ করলেন। তারপর শিশু-কিশোরগণ প্রবেশ করলেন। তবে কেউ সেদিন হায়াতুন্নবী (ﷺ)'র উপর ইমামতি করেন নি। (ইবনে মাজাহ্ শরীফ ১ম খন্ড, ৫২০ পৃষ্ঠা)

ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھیگا میرا رب ہے اس کے بعد یہ فرشتہ جنکا ذکر ہوا (مدارج النبوت جلد دوم: صفح ۴۸۷)

অর্থাৎ- এক বর্ণনায় এসেছে যে, রসূল (ﷺ) ফরমান- সর্ব প্রথম যিনি আমার জানাযা পড়বেন- তিনি হলেন আমার প্রভু (আল্লাহ তা'য়ালা) তারপর অন্যান্য ফেরেশতাগণ। (মদারিজুন নুবুওওয়াত ২য় খন্ড ৭৪৮ পৃষ্ঠা)

عن علی رضـ قال لما وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السریر قال لا یقوم علیه احد ـ هو امامکم حیاومیتا ـ (کنز العمال المجلد السابع صفحـ ۲۵۴) اخرجه ابن سعد ـ

অর্থাৎ- হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, যখন রসূল (ﷺ) কে খাটের উপর রাখা হলো- তখন তিনি বল্লেন- রসূলূল্লাহর সালাতুল জানাযাহ'র ইমামতির জন্য কেউ দাঁড়াবেন না। তিনি হায়াত ও ওয়াফাত উভয় অবস্থায়ই তোমাদের ইমাম। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা)

ثم لما فرغوا من جهازه ﷺ وضع علی سریره فی بیته ثم دخل الناس علیه ﷺ ارسالاً ای جماعات متتا بعین یصلون علیه ولم یؤم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم احد وفی روایة ان اول من صلی علیه الملائکة افواجا ثم اهل بیته ثم الناس فوجا فوجا ثم النساء ـ

(السیرة النبویة والآثار المحمدیة للسید احمد زینی دحلانؒ ـ)

অর্থাৎ- অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ (আ.) দলে দলে রসূলুল্লাহর (ﷺ) সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। অত:পর প্রিয় নবী (ﷺ)'র আহলে বাইত তথা পরিবার বর্গ (রা.) তারপর পুরুষ সাহাবাগণ (রা.) তৎপর মহিলা সাহাবাগণ (রা.) ধারা বাহিক ভাবে সালাত আদায় করেছেন। তবে রসূলুল্লাহর ﷺ জানাযা মোবারকে কেউ ইমামতি করেন নি। (সীরতে যীনী দেহলান)

ثم دخل الناس علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلون علیه ارسالا (جماعة بعد جماعة) دخل الرجال حتی اذا فرغوا ادخل النساء حتی اذا فرغ النساء ادخل الصبیان ـ ولم یؤم الناس علی رسول الله ﷺ احد ثم دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم من وسط اللیل لیلة الاربعاء ـ (السیرة النبویة لابن هشام المجلد الرابع صفحـ ۶۶۳)

অর্থাৎ- রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) কে গোসল শরীফ প্রদান ও কাফন মোবারক পরিধান পূর্বক হুজরা শরীফে পবিত্র খাট মোবারকে রাখার পর সুশৃংখলভাবে এক দলের পর আরেক দল করত: প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, অত:পর বালকগণ প্রবেশ করে সালাতুল জানাযা আদায় করেন। তবে কেউ ইমামতি করেন নি। পরিশেষে মঙ্গলবার দিবাগত মধ্য রাতে তাঁর দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়। (সীরতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড ৬৬৩পৃষ্ঠা)

فصلی علیه الرجال الاحرار اولًا ثم النساء الاحرار ثم الصبیان ثم العبید ثم الاماء (السیرة الحلبیة المجلد الثالث صفحـ ۴۹۱)

অর্থাৎ- অন্য বর্ণনা মতে- প্রথমে স্বাধীন পুরুষগণ, তারপর স্বাধীন মহিলাগণ, অত:পর বালকগণ, তৎপর দাস-দাসীগণ (রা.) রসুলুল্লাহর সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করেন। (সীরতে হালাবীয়া, ৪র্থ খন্ড ৪৯১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় রসুল, হায়াতুন্নবী(ﷺ) এর সালাতুল জানাযাহ্ কোন প্রকার বা কোন পদ্ধতিতে হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত এসেছে। তাদের বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েতের শব্দের মধ্যে কিছু কম বেশী রয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর জানাযাহ্ মোবারকের পদ্ধতির ব্যাপারে আ'লা হযরত (রহ.) স্বীয় কিতাব **جامع الاحادیث** এর ২য় খন্ডে ৫৩ পৃষ্ঠায়

حضور کی نماز جنازہ کسطرح پڑھی گئی (جامع الاحادیث المجلد الثانی صفح ۵۳)

মর্মে একটা বাব ও রচনা করেছেন।

সবার বর্ণিত বিভিন্ন রেওয়ায়তের সারমর্ম নিম্নরূপ :

ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মঙ্গলবার দিন যখন রসুল (ﷺ)'র গোসল শরীফ, কাফন মোবারক ও কবর শরীফ তথা রওজা-এ আক্দাস তৈরীর যাবতীয় কাজ সু-সম্পন্ন করা হয়। তখন রসুলুল্লাহ্র (ﷺ) ওয়াফাতপূর্ব দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাঁকে খাটের উপর সমাসীন করত: মহান আরশ থেকে ও উত্তম রওজা মোবারকের মধ্যস্থ কবর শরীফের সন্নিকটে রাখা হল এবং রসুলে পাক (ﷺ)'র ফরমান মোতাবেক সকলেই কিছুক্ষণের জন্য হুজরা শরীফের ভিতর থেকে বের হয়ে গেলেন। কেননা, রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ ফরমান- তোমরা খাটে আমাকে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বের হয়ে যাবে। কারণ-

প্রথমত : সর্ব প্রথম যিনি আমার সালাতুল জানাযাহ্ পড়বেন, তিনি হলেন আমার রব মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন।

দ্বিতীয়ত : আমার দুই বন্ধু ও সঙ্গী হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল এবং ইসরাফীল ও আজরাঈল (আ.) অন্যান্য ফেরেশতাগণকে নিয়ে আমার উপর সালাত আদায় করবেন। (বায়হাকী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে- প্রিয় নবীজী (ﷺ)'র রূহ মোবারক কব্জ করার সময় নবীর সম্মানার্থে হযরত ইসমাঈল ফেরেশতা এক হাজার কোটি ফেরেশতার জুলুস সহ আগমন করেছিলেন।

তৃতীয়ত : সর্ব প্রথম আমার আহলে বাইত তথা পরিবার বর্গের পূরুষগণ।

চতুর্থত : আহলে বাইত এর সম্মানিত মহিলাগণ সালাত আদায় করবেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে জলীলুল কদর ব্যক্তিগণ দলে দলে/ভাগে ভাগে অথবা একা একা একের পর এক করে সালাত আদায় করবেন। ঠিক সেই মোতাবেক বর্ণনা মতে মহান আল্লাহ্ পাক ও ফেরেশতাগণের সালাত আদায়ের পর মানবদের মধ্যে আহলে বাইতে রসুল ((ﷺ) তথা হযরত আলী (রা.) হযরত আব্বাস (রা.) এবং বনু হাশেম এর অন্যান্য সদস্যগণ (রা.) সর্বপ্রথম সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করেন।

পঞ্চমত : তারপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির (রা.) অত:পর আনসার (রা.) এরপর অন্যান্য সকল লোক একের পর এক দলে দলে এসে সালাত আদায় করেন। (মাদারিজুন নুবুওয়াত, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা : ৭৪৮)

তৎপর সাহাবাদের মধ্যে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, অত:পর ছোটছোট বালকগণ, এরপর আশ্রিত দাস-দাসীগণ ও সবশেষে মাওয়ালীগণ দলে দলে কিংবা ব্যক্তিগত ভাবে হুজরায় প্রবেশ করে নবীজী (ﷺ)'র সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করত: শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বর্ণনামতে হায়াতুন্নবীর (ﷺ) সালাতুল জানাযাহ্ তে কেউ ইমামতি করেন নি। অর্থাৎ- কোন ইমাম ছিলনা।

وقيل ـ صلوا عليه جماعة وامهم ابوبكر رضى الله تعالٰى عنه ـ (مرقاة المفاتيح المجلد الرابع صفحه ٥٢)

যদিও বা কেউ কেউ বলেছেন- জানাযাহ জামাত সহকারে হয়েছে। আর হযরত আবু বকর (ছিদ্দিকে আকবর) (রা.) ইমামতি করেছেন- (মিরকাত ৪র্থ খন্ড ৫২ পৃ:) এই বর্ণনার নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই।

আর মাদারিজুন নুবুওওয়াত ও আসাহ্হুস সিয়র নামক কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন আহলে বাইতগণ (রা.) সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করেন। তখন লোকদের জানা ছিল না যে, সালাতে কি পড়তে হবে? এবং কি দোয়া করতে হবে? অত:পর লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এর শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন- তোমরা হযরত আলী (রা.) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তার:পর তারা হযরত আলী (রা.) থেকে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন- তোমরা এই দোয়াটি পড়-

ان الله وملائكته يصلون على النبى ياايها الذين اٰمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ـ

اللهم ربنا لبيك وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبين والصديقين والشهداء والصالحين وماسبح لک من شئ يارب العالمين محمد بن عبد الله خاتم النبين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعى باذنک السراج المنير وعليه السلام ـ

(اس دعا کو شیخ زین الدین مراغی نے اپنی کتاب تحقیق النفرہ میں بیان کیا ہے (مدارج النبوۃ جلد دوم صفحہ ۴۹۷ اصح السیر صفحہ ۵۴۲)

হযরত আবু বকর (ছিদ্দীকে আকবর) (রা.) ও হযরত ওমর ফারুকে আযম (রা.) কিভাবে রসুলুল্লাহ্ (ﷺ)'র সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করেছিলেন তার একটা সুস্পষ্ট বিবরণ- البداية والنهاية المجلد الخامس صفحه ٢٦٥ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের উভয়ের আমল হযরত মুছা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম (রা.) নামক রাবীর সূত্রে ইমাম ওয়াকেদী উল্লেখ করে বলেন-

قال الواقدى حدثنى موسى بن محمد بن ابراهيم قال وجدت كتابا بخط ابى فيه انه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره۔ دخل ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ومعهما نفرمن المهاجرين والانصار بقدر مايسع البيت فقالا : السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته۔ وسلم المهاجرون والانصار كما سلم ابوبكر وعمر رض ثم صفوا صفوفا۔ لايؤمهم احد۔ فقال ابوبكر وعمر رض وهما فى الصف الاول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انانشهد انه قد بلغ مانزل اليه ونصح لامته، وجاهد فى سبيل الله حتى اعزه الله دينه وتمت كلمته واومن به وحده لاشريك له۔ فاجعلنا الٰهنا ممن يتبع القول الذى انزل معه ، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا۔ وتعرفنا به فانه كان بالمؤمنين رؤفًا رحيمًا، لانبتغى بالايمان به بدلا ولانشترى به ثمنا ابدا۔ فيقول الناس ۔ اٰمين اٰمين۔ ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان۔ (البداية والنهاية۔ المجلد الخامس صفحه ٢٦٥، السيرة الحلبية۔ المجلد الثالث صفحه ٤٧٨)

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর কাফন পরিধানের পর খাটের উপর রেখে তাঁকে (হুজরার ভিতর) রওজা মোবারকের পার্শ্বে রাখা হলো। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) হুজরা শরীফের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকজন মুহাজির ও আনসারকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দুইজনে প্রথমে এভাবে সালাম

আরজ করলেন- "আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু"। হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) এর ন্যায় অনুরূপ ভাবে মুহাজির ও আনসারগণও সালাম আরজ করলেন। তারপর সকলে কাতার বেঁধে দাঁড়ালেন। তাদের মধ্যে কেউই ইমাম ছিলেন না। রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর সোজাসুজি দন্ডায়মান কাতার গুলোর মধ্যে প্রথম কাতারে ছিদ্দীকে আকবার ও ফারুকে আজম (রা.) দাঁড়িয়ে এভাবে দোয়া করলেন।

হে আল্লাহ্! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী করীম (ﷺ) এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। উম্মতকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহর পথে তিনি জিহাদ পরিচালনা করেছেন। তার প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর কলেমা পূর্ণতা লাভ করেছে। লা-শরীক এক আল্লাহর উপর লোকেরা ঈমান এনেছে। হে আমাদের মাবুদ! তুমি আমাদেরকে তার উপর অবতীর্ণ যাবতীয় বাণীর অনুসরণকারী বানিয়ে দাও। তুমি আমাদের ও তাঁর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিও। যেন তুমি আমাদের দ্বারা তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ্য পরিচয় পাও এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদেরও প্রকাশ্য পরিচয় দাও। কেননা, তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহবৎসল ও দয়ালু। তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিনিময়ে আমরা কিছুই প্রতিদান চাইনা এবং তাঁর নাম ভাঙ্গিয়েও আমরা দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল কখনও করতে চাইনা। কাতারে দাঁড়ানো লোকজন শুধু আমীন আমীন বলেছেন। তাঁরা বের হয়ে যাওয়ার পর অন্য একদল প্রবেশ করেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, অত:পর বালকগণ, ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে সালাত আদায় করেন।

(আল-বাদায়াহ্ ওয়ান নেহায়াহ্, ৫ম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, সীরতে হালাভীয়া ৩য় খন্ড ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن على ابن ابى طالب عن ابيه عن جده عن على قال : لما وضع رسول الله ﷺ على السرير قال لايقوم عليه احد هو امامكم حياوميتا ، فكان يدخل الناس رسلاً رسلاً۔

فيصلون عليه صفا صفا - ليس لهم امام ويكبرون وعلى قائم بحيال رسول الله ﷺ يقول السلام عليك ايهاالنبى ورحمة الله وبركاته - اللهم انانشهد ان قد بلغ ماانزل اليه ونصح لامته وجاهدفى سبيل الله حتى اعزالله دينه وتمت كلمته - اللهم فاجعلنا ممن يتبع ماانزل اليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه فيقول الناس - امين - حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان - اخرجه ابن سعد -

(كنز العمال المجلد السابع صفحه ٢٥٣)

অর্থাৎ- হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, গোসল শরীফ শেষে প্রিয় রসূল (ﷺ) কে যখন খাট মোবারকে রাখা হল, তখন তিনি বললেন- রসুল (ﷺ) এর উপর কেউ ইমামতি করবে না। তিনি হায়াত ও ওয়াফাত উভয় অবস্থায় তোমাদের ইমাম। অত:পর লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করত : কাতারবন্ধী হয়ে সু-শৃংখলভাবে ইমাম বিহীন তাকবীর পাঠ করত: সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করলেন। হযরত আলী (রা.) প্রিয় রসুল (ﷺ) কে সামনে নিয়ে দন্ডায়মান অবস্থায় এই দোয়াটি পড়লেন-

السلام عليک ايها النبى ورحمة الله وبركاته - اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه ونصح لامته وجاهد فى سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمته - اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل اليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه -

আর লোকেরা আমীন- আমীন বললেন। এভাবে প্রথমে পুরুষগণ, তারপর রমনীগণ, তারপর বালকগণ ক্রমান্বয়ে রসুলূল্লাহর (ﷺ) সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করলেন। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল- ইমাম বিহীন সাধারণ জানাযার ব্যতিক্রম অতুলনীয় ভাবে রসুলুল্লাহর ﷺ সালাতুল জানাযাহ্ আদায় হয়েছে।

আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

ومن خصائصه انه (ﷺ) صلى عليه الناس افواجا افواجا بغير امام وبغير دعاء الجنازة المعروفة ذكره البيهقى وغيره - (انوار محمدية من مواهب اللدنية للقاضى يوسف بن اسماعيل النبهانى - صفحه ٣٢٠)

অর্থাৎ- রসুলুল্লাহর ﷺ অনন্য বৈশিষ্ট সমুহের মধ্যে এটাও ছিল যে, লোকেরা দলে দলে এসে সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করেছেন। তাতে কোন ইমাম ছিলনা এবং প্রচলিত দোয়া ও ছিলনা। তথা অসাধারণ জানাযা ছিল এবং তুলনাবিহীন ভাবে নবীজী (ﷺ) এর জানাযা আদায় হয়েছে। (আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া মিন মাওয়াহিবিল লুদুন্নিয়া ৩২০ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পাঠক! নিশ্চয় আপনারা অবগত হয়েছেন যে, হায়াতুন্নবী (ﷺ)'র সালাতুল জানাযা বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি জানাযার মৌলিক রুকন চার তাকবীর, তাও পাওয়া গেছে। যেমন:- السيرة الحلبية المجلد الثالث - صفحه ٥٧٨ নামক কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে-

والصحيح ان هذا الدعاء كان ضمن الصلواة المعروفة التى باربع تكبيرات - فقد جاء ان ابابكر رض دخل عليه ﷺ فكبر اربع تكبيرات ثم دخل عمر - فكبر اربعا ثم دخل عثمان رض فكبر اربعًا ثم طلحة بن عبيد الله والزبيربن العوام رض ثم تتابع الناس ارسالا يكبرون عليه - وقال ابن كثير هذا الامر اى صلوتهم عليه ﷺ فرادى من غير امام يؤمهم مجمع عليه - (السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحه ٤٧٨)

অর্থ্যাৎ : যারা বলেছেন রাসুলুল্লাহর ﷺ সালাতুল জানাযাহ হয়নি বরং সেক্ষেত্রে الصلواة অর্থ দোয়া বা দুরূদ এই কথা শুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে সহীহ ও শুদ্ধ মত হলো اللهم انا نشهد انه قد بلغ ماانزل اليه এই দোয়াটি পড়েছেন চার তাকবীরের সাথে প্রচলিত জানাযার নমাজের মাধ্যমে। কেননা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা:) হুজরা শরীফে প্রবেশ করে চার তাকবীর পাঠ করেছেন। এরপর হযরত ওমর, হযরত ওছমান ও হযরত ত্বালহা (রা.) তাঁরা সকলেই চার তাকবীর পাঠ করেছেন। অত:পর অন্যান্য লোকেরা ও দলে দলে চার তাকবীর এর সাথে সালাত আদায় করেছেন, এবং উপরোল্লেখিত দুরূদ শরীফ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত দোয়াটি তাঁরই জন্য বিশেষিত ছিল। (সিরাতে হালাবীয়া ৩য় খন্ড ৪৭৮ পৃ.)

এ থেকে বুঝা যায় রসুলুল্লাহর (ﷺ) সালাতুল জানাযা ইমাম বিহীন চার

তাকবীরের সাথে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও অতুলনীয় পদ্ধতিতে আদায় হয়েছে।

لوگوں نے حضرت بوابکر صدیق ؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز پڑھیں، فرمایا کہ ھاں پڑھو پوچھا کیا پڑھیں؟ تو فرمایا کہ ایک ایک جماعت جاؤ اور تکبیر کہو پھر دعاء پڑھو تو لوگ جاتے تھے اور الگ الگ تکبیر کھکر دعاء پڑھتے تھے اس پر اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کے نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہ کی، اور حضرت علی کرم اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ تمہارے امام تھے اور اب بھی وہی امام ہیں (اصح السیر صفح ۵۴۳)

অর্থাৎ- লোকেরা তথা সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- আমরা কি রসূল(ﷺ)'এর জানাযার নামাজ পড়ব? তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ। তোমরা রাসূলের নামাজে জানাযা পড়। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো- কি পড়ব? অর্থাৎ কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন- একদল একদল করে যাও এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বল। তরপর দোয়াটি পড়। আবু বকর (রা.) থেকে শিখে নিয়ে সাহাবগণ দলে দলে যেতে লাগলেন এবং পৃথক পৃথক তাকবীর পাঠ করে ও দোয়া পড়ে সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করেন।

এ কথার উপর সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, রসুলুল্লাহর জানাযায় কেউ ইমামতি করেন নি। হযরত আলী (রা.) বলেন- হুযুর আকরাম (ﷺ) অতীতেও তোমাদের ইমাম ছিলেন এখনও তিনি ইমাম আছেন। (আসাহহুস সিয়ার- ৫৪৩ পৃষ্ঠা)

ھوا مامکم حیا و میتا الخ (کنز العمال۔ المجلد السادس صفح ۲۵۴)

অর্থাৎ- (তিনি) প্রিয় নবীজী (ﷺ) হায়াতে ও ওয়াফাতে সর্বাবস্থায় তোমাদের ইমাম। (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ট খন্ড, ২৫৪ পৃ.)

وعن ابن الماجشون صلى عليه ﷺ اثنان وسبعون صلوٰة كحمزة رضـ قيل له : من اين لك هذا؟ قال : من الصندوق الذى تركه مالك ؒ بخطه عن نافع عن ابن عمر ؓ فصلى عليه الرجال الاحرار اولا ثم النساء الاحرار

ثم الصبيان ثم العبيد ثم الإماء۔ (السيرة الحلبية المجلد الثالث : صفحہ ۴۹۱)

علامہ ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں پڑھی گئی انہوں نے فرمایا ستر، لوگوں نے پوچھا آپکو یہ کھاں سے پتہ چلا فرمایا اس صندوق سے جو امام مالک ؒ نے اپنی تحریر سے چھوڑا اور وہ نافع سے اور وہ ابن عمر ؓ سے مروی ہے لھذا ظاہر ہے کہ اس سے فرشتوں کے سوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نمازیں ہوں گی (مدارج النبوۃ جلد دوم، صفح ۷۴۹)

অর্থাৎ- আল্লামা ইবনে মাজিশুন (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হল- রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জানাযার নামাজ কতবার পড়া হয়েছে? তদুত্তরে তিনি বললেন- আল্লাহ্ পাক ও ফেরেশতাগণের সালাত ব্যতীত হযরত হামজা (রা.) এর জানাযার ন্যায় ৭০ (সত্তর) বার রসুলুল্লাহর (ﷺ) জানাযাহ্ পড়া হয়েছে। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- আপনি এই বর্ণনাটি কোথায় পেয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন- হযরত ইমাম মালেক (রহ.) যে সকল রচনাবলী নিজের সিন্ধুকে (আলমারীতে) রেখে গেছেন সেখানে, তিনি হযরত নাফে (রা.) এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ- সাহাবায়ে কেরামের পুরুষগণ, মহিলাগণ, বালকগণ ও দাস-দাসীগণ মোট ৭০ (সত্তর) বার জানাযাহ্ আদায় হয়েছে। তবে তথায় কোন ইমাম ছিল না। (সীরাতে হালবীয়া, ৩য় খন্ড, ৪৯১পৃ. মাদারিজুন নুবুওওয়াত, ২য় খন্ড ৭৪৯পৃ.)

অতএব, উপরোল্লেখিত বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, প্রিয় রসুল (ﷺ) এর সালাতুল জানাযা অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও অদ্বিতীয় পদ্ধতিতে চার তাকবীর সহকারে আদায় হয়েছে।

আর যেহেতু জানাযাহর শর্ত ও রুকন পাওয়া গেছে সেহেতু এটাকে সালাতুল জানাযাহ্ বলা হল এবং দোয়া ও নিয়ম ভিন্ন রকম হয়েছে বিধায় রসূলুল্লাহ'র (ﷺ) জানাযাহ্ শরীফকে অদ্বিতীয় জানাযাহ্ বলা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ্'র (ﷺ) ওয়াফাত পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের(রা.)অবস্থা

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদ এ- নববী শরীফে প্রথমে মিম্বর ছিলনা। তখন নবী করীম (ﷺ) একটি খেজুর গাছ কে মিম্বর হিসেবে ব্যবহার করে খোৎবা দিতেন। যাকে উস্তুন-এ হান্নানাহ্ বলা হয়। পরবর্তীতে যখন মিম্বর তৈরী করা হল। আর সেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে নবীজী খোৎবা দিতে লাগলেন, তখনই ঐ জড় পদার্থ মৃত বৃক্ষ অবুঝ ছোট্ট শিশুর মত অঝোর নয়নে ক্রন্দন করছিল। যা উপস্থিত সকলেই শুনতে পেল। যেখানে একটা মৃত ঝড় পদার্থ গাছ দয়ালূ নবীজীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে নি, সেখানে নবীর প্রেমিক, জানের জান সাহাবা-এ কেরাম (রা.) কিরূপে নবীজীর বিচ্ছেদ সহ্য করবে? নবীজীর ওয়াফাতবরণ আহলে বাইতে রসুল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য অসহনীয় ও অবর্ণনীয় বেদনার বিষয় ছিল। তাই তো দেখা যায়, যেদিন নবীজী (ﷺ) এর বিচ্ছেদ হল সে দিন জলিলুল কদর সাহাবা এ কেরাম (রা.) শোকে মুহ্যমান, নির্বাক, অনুভূতিহীন, সংজ্ঞাহীন, কিংকর্তব্যবিমুঢ় ও জড় পদার্থের ন্যায় অচেতন ও কাতর হয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সাহাবগণ (রা.) দিশোহারা হয়ে মাতম করতে করতে পাগলের মত অস্থির হয়ে গিয়েছিল।

আল্লামা কছত্বলানী (রহ.) বলেন- হযরত ওসমান (রা.) নবীজীর ওয়াফাতের কথা শুনে বেহুঁশ হয়ে যান। তিনি এদিক সেদিক যাতায়াত করলেও অনুভূতিহীন অবস্থায় ছিলেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে সেদিন হযরত ওমর (রা.) তাকে সালাম দিলেন। কিন্তু তার কোন খবর ছিলনা তিনি সালামের জবাব ও দেননি। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) সেটা অভিযোগ করেছিলেন। হযরত শেরে খোদা মাওলা আলী (রা.) নবীজীর বিদায়ের কথা শুনা মাত্র দাঁড়ানো থেকে সম্মোহনী শক্তি হারিয়ে বসে গেলেন। তিনি কোনরূপ নড়া-চড়া পর্যন্ত করতে পারলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উনায়স (রা.) এর অন্তরে এমন আঘাত হানল যে, তিনি সহ্য করতে না পেরে পরিশেষে তিনি ইন্তিকাল বরণ করেন। হযরত ওমর (রা.) এর মত বীর বিক্রম সাহাবী সংজ্ঞাহীন হয়ে পাগলের মত হয়েছিল। তিনি নবীজীর বিচ্ছেদে দেওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন।

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন নবীর প্রেম সাগরে হাবু-ডুবু খেতে খেতে কুল-কিনারা না পেয়ে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে মদীনার অলি-গলিতে এই বলে ছুটাছুটি করছিলেন যে, যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকাল হয়েছে একথা বলবে আমি ওমর তাকে কতল/খুন করে ফেলব। কেউ তাকে বুঝাতে ও থামাতে পারেনি। আহলে বাইত এর সবাই কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু দ্বারা বুক ভাসাচ্ছিলেন।

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) মদীনার পূর্বপ্রান্তে "সুনহ" নামক স্থানে নবীজীর (ﷺ) ওয়াফাতের কথা শুনার সাথে সাথে আপন জনের বিচ্ছেদে অবুঝ শিশুর মতো এই বৃদ্ধবয়সে সারা পথ জুড়ে وامحمداه বলে কেঁদে কেঁদে মদীনা শরীফে হুজরা মোবারকে এসে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে বা দরবারে রেসালতে বোবার মত তিনি কারো সাথে কথা বলতে পারেন নি। প্রথমে তিনি মসজিদে নববী শরীফে এসে উপস্থিত হন। শোকাহত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁকে দেখা মাত্র ধৈর্য হারা হয়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সাথে সাথে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হল। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজকে সামলে নিয়ে অধিক শোকে পাথর হয়ে সবাইকে শান্ত থাকার ও ধৈর্য ধারণ করার নছিহত করে মা আয়েশা (রা.) এর হুজরায় প্রবেশ করেন। অত:পর তিনি নবীজীর নুরানী চেহারা মোবারক থেকে চাদর উঠায়ে মুহাব্বত ও ভক্তি সহকারে একটা চুমু খেলেন এবং বললেন- وانبياه এরপর মাথা উত্তোলন করে কাঁদতে লাগলেন, দ্বিতীয়বার পরম শ্রদ্ধাভরে আবারো চুম্বন করলেন এবং বললেন واصفياه এরপর মাথা উত্তোলন করে কাঁদতে লাগলেন, অতপর মাথা উঠালেন ও ক্রন্দন করতে লাগলেন। তৃতীয়বার পুনরায় চুমু খেয়ে বললেন واخليلاه এবং বলে উঠলেন- بابى انت وامى طبت حيا وميتا অর্থাৎ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। য়্যা রসুলাল্লাহ আপনি হায়াতে এবং ওয়াফাতে সর্বাবস্থায় কী সুরভিত পূত:পবিত্র।

لايجمع الله عليك موتين اماالموتة التى كتبت عليك فقد وجدتها-

অর্থাৎ যে মউত আল্লাহ্ তায়ালা আপনার জন্য নির্ধারিত করেছিলেন তা তো আপনি আস্বাদন করলেন। এরপর আর কোন মউত আপনাকে সম্পর্শ করবেনা। (মাদারিজুন্ নুবুওয়্যাত)

হযরত বেলাল (রা.) আযান দেওয়ার সময় যখন اشهد ان محمدا رسول الله- বলতেন, তখন তাঁর কান্না ও আহাজারিতে পুরা মসজিদ থর থর করে কেঁপে

উঠত। আর দয়ালূ আক্বা'র (ﷺ) দাফনের পর তিনি আযান দেওয়া স্তগিত/বন্ধ করে দিলেন। রসূলে পাকের (ﷺ) বিচ্ছেদে সাহাবায়ে কেরামের কেমন অবস্থা হয়েছিল সেদিন যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তারা ব্যতীত কেউ উপলব্ধি করার কথা নয়।

হযরত ফাতেমা (রা.) সেদিন থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাস এক মুহূর্তের জন্যও হাসেন নি। ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) প্রিয় নানাজান কে হারিয়ে অসহায়, ইয়াতিমের ন্যায় নিস্তব্ধ, প্রাপ্ত মানিক হারানোর বিচ্ছেদে শোকে মুহ্যমান। তাদের সুখে-দু:খে, নিত্যদিনের খেলার সঙ্গী, যার কাছে মা বকা দিলে বিচার নিয়ে যেতেন আর দয়ালু নানা জান মাকে শাসিয়ে দিতেন তিনি আজ তাদেরকে রেখে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। এখন কে শুনবে আদরের নাতিদ্বয় হাসান ও হোসাইনের (রা.) করুণ আর্তনাদ। এই চিন্তায় নবী পরিবার শোকে বিভোর হয়ে গেল।

অনেক সাহাবী মদীনাতুর রসুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যাঁর কাছে সবার সকল দু:খ, ব্যথা, বেদনা, সমস্যা খোলাখুলি ভাবে বলতেন। আর তিনি সকল সমস্যার আশু সমাধান দিতেন, সর্বপ্রকার দু:খ মুছে দিতেন। তিনি আর নেই সাহাবাদের ইয়াতিম বানিয়ে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন। কেউ সহ্য করতে পারেননি নবীজীর বিচ্ছেদ। শুধু কান্না-আর কান্না বিজড়িত বিদায় গ্রহণ করলেন।

ولشدة أسف حماره عليه (ﷺ) الذى كان يركبه القى نفسه فى حفيرة فمات ـ وتركت ناقته (ﷺ) الاكل والشرب حتى ماتت ـ (السيرة الحلبية ـ المجلد الثالث صفحـ ٤٧٥ ـ)

অর্থাৎ- প্রিয় নবীজীর ﷺ বিরহ বেদনায় শুধু আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতি নয় বরং প্রাণীকুল জগৎও যারপর নাই ব্যথিত হয়েছে। যেমন : প্রিয় নবীর ﷺ ওয়াফাতের দরুন তিনি যে গাধার উপর আরোহণ করতেন সে গাদাটি একটা কুপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে নিজে নিজে আত্মহত্যা করত: মৃত্যুবরণ করেছে। আর যে উটনীতে আরোহণ করে প্রিয় নবীজী ﷺ চলাফেরা করতেন, নবীজীর ﷺ বিদায়ে সে উটনীটিও পানাহার পরিত্যাগ করতে করতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছে। (সিরাতে হালাবিয়্যাহ ৩য় খন্ড ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ইশকে রসূল (ﷺ) তথা প্রিয় নবীজীর মুহাব্বত, সহীহ ইসলামী জযবা ও সঠিক বুঝ দান করুন। (আমীন)

রসুলুল্লাহ্'র (ﷺ) গোসল মোবারক

নবী করীম (ﷺ) অসুস্থ অবস্থায়ই নিজের ওয়াফাত পরবর্তীকালের সমস্ত কার্যাদির বিস্তারিত বিবরণ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এর প্রশ্নের জবাবে অগ্রীম বলে দিয়েছেন। যার বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে নবীজীকে আরজ করা হলো- ইয়া রসুলাল্লাহ্! (ﷺ) আপনাকে গোসল দেবে কে?

قال (عليه الصلوة والسلام) رجال اهل بيتى ـ الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لاترونهم ـ

অর্থাৎ হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করলেন- আমার আহলে বাইতের পুরুষগণ, অতি নিকটতমজন, তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যজন। সাথে থাকবে অনেক ফেরেশতা। তারা তোমাদেরকে দেখেন কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না। (البداية والنهاية المجلد الخامس صفحـ ٢٥٣)

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (ﷺ) এর গোসল ও কাফন-দাফনের পূর্বে খলীফা নির্বাচন করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খলীফা নির্বাচনের পূর্বে এসব কাজ কার নেতৃত্বে করা হবে- এনিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তদুপরি খলীফা নির্বাচন না করে কাফন দাফন করে ফেললে প্রশাসনে শূন্যতা দেখা দেবে। তাই খলীফা নির্বাচন করাই ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হযরত ওমরের প্রস্তাব ও সকল সাহাবাদের অকুণ্ঠ সমর্থনে সকল যুক্তি ও আলোচনার অবসান ঘটিয়ে সবার সর্বসম্মতিক্রমে সোমবারের অর্ধদিন এবং মঙ্গলবারের প্রথম ভাগে উক্ত কাজ সমাধা করে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হলেন।

ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন হযরত আবু বকর (রা.) এর বায়আত সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার দিন তাঁরই নেতৃত্বে এবং আদেশে লোকজন গোসল ও কাফন-দাফনের জন্য এগিয়ে আসে।

ইবনে হিশাম বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ও আমাদের অন্যান্য আলিমগণ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর গোসলের দায়িত্ব আদায় করেছিলেন- হযরত আলী ইবনে

আবু তালিব (রা.) হযরত আব্বাস (রা.), তদীয় পুত্রদ্বয় হযরত ফজল ও কুছাম (রা.), উসামা ইবনে যায়েদ এবং রসুলের (ﷺ) আযাদকৃত গোলাম হযরত শোকরান (রা.)।

ইবনে ইসহাক বলেন- আমার নিকট ইয়াহয়্যা ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর তার পিতা আব্বাছ হতে এবং তিনি আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- রসুল (ﷺ) কে গোসল দেওয়ার সময় শরীর মোবারক থেকে পরিধানের কাপড় খুলে নেওয়া হবে কিনা- এনিয়ে যখন বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হলো তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দেন। যাতে তাদের প্রত্যেকেরই থুতনি বুকে গিয়ে লাগে। গোসলদান কারীদের কেউ বাদ থাকল না। এমতাবস্থায় ঘরের এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল (غسلوه وعليه ثيابه - ابوداؤد وابن ماجه -) অর্থাৎ তোমরা কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবীর গোসল সম্পন্ন কর- আয়েশা (রা.) বলেন- সে মতে তাঁরা উঠে রসুলুল্লাহ্ (ﷺ)'র গোসল দিতে শুরু করলেন তাঁর জামা-কাপড় পরিধানেই ছিল। জামার উপর পানি ঢেলে জামার বাইরে হাত রেখে শরীর মোবারক ধৌত করেছিলেন।

قال علیؓ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصانی ان لايغسله احد غيری -

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) বলেন- রসুল (ﷺ) আমাকে ওসিয়্যত করেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ যেন তাকে গোসল না দেয়। সে মতে তিনি গোসল মোবারকের কাজ সমাধা করেন।

যে ভাবে গোসল দেওয়া হয়েছিল:

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) রসুল (ﷺ) কে নিজ বুকের সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন। হযরত আব্বাস, ফজল, ও কুসাম (রা.) পিতা-পুত্রদ্বয় নবী করীম (ﷺ) এর দেহ মোবারক এদিক সেদিক পার্শ্ব পরিবর্তন বা কাত করানোর কাজে সহায়তা করেন। আর পানি ঢালার কাজে সহায়তা করেন হযরত উসামা ও সালেহ (তার আরেক নাম শোকরান) (রা.)। মতান্তরে উসামা

ও আব্বাস (রা.)। হযরত আলী (রা.) রসুল (ﷺ) কে নিজ বুকে হেলান দিয়ে রেখে শরীর মোবারক ধুয়ে দিয়েছিলেন। শরীর মোবারকে জামা ছিল বিধায় উপর দিয়ে দেহ মোবারক আস্তে আস্তে বিনয়ের সাথে মালিশ করে দিয়েছিলেন। ভিতরে হাত ঢোকাননি। হযরত আলী (রা.) স্বীয় ডান হাত দিয়ে হুজুর এর শরীর মোবারক ধৌত করেছিলেন। এর বরকতে তার ডান হাতে সর্বদা আতরের সুগন্ধি পাওয়া যেত।

যে পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়েছিল:

[ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- রসুল (ﷺ) আমাকে অসিয়্যত করেছিলেন যে,

اذاانامت فاغسلنی بسبع قرب من بئری بئرغرس -

অর্থাৎ- আমার ওয়াফাতের পর কুবা নগরীস্থ্ আমার কুপ 'বি'রে গারস" এর সাত মশক পানি দ্বারা আমাকে গোসল দিও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

قال ﷺ نعم البئر بئر غرس هی من عيون الجنة ومائها اطيب الماء -
وكان يشرب منها ويؤتى له بالماء منها وهی بئر بقباء -

অর্থাৎ- রসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান- বি'রে গারস্ হল উত্তম কূপ। এটা বেহেশতের ঝর্ণাধারার অন্তর্ভূক্ত। তার পানি হলো অত্যন্ত স্বচ্ছ পানি। তিনি (প্রিয় নবীজী (ﷺ) উহা থেকে পানি পান করতেন। আর (শেষ গোসলের জন্য) উহা থেকে পানি নেয়া হয়েছিল। ইহা কুবা নগরীতে অবস্থিত।

রসুল (ﷺ) কে তিন বার গোসল দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বার- স্বচ্ছ পানি দ্বারা, দ্বিতীয়বার বরই বা কুলপাতার পানি দ্বারা ও তৃতীয়বার- কাফুরের পানি দ্বারা] (اصح السير صفحه ٥٤١ ، السيرة الحلبية صفحه ٣٧٢ -)

হযরত আলী (রা.) বলেন- সাধারণ মানুষদের মল-মূত্রের পরিস্কারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতুলনীয় সৃষ্টি প্রিয় নবীর(ﷺ) ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। **فكان طيبا حيا وميتا** অর্থাৎ কেননা তিনি তো ওয়াফাতের পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় অত্যন্ত পুত:পবিত্র ছিলেন। (সীরাতে হালবীয়া মাদারিজুন নুবুওয়্যাত আসাহহুস সিয়র)

রসুলুল্লাহ্'র (ﷺ) কাফন মোবারক পরিধান

মঙ্গলবার দিন নবী করীম (ﷺ) এর গোসল মোবারক এর কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর বাদে আসর কাফন মোবারক পরিধান করা হয়।

وطيبوه بالكافور فى مواضع سجوده ومفاصله۔ (السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحہ ۴۷۷۔)

অর্থাৎ- সিজদার স্থান সমূহ তথা চেহারা মোবারক, কনুই মোবারক, হাঁটু মোবারক এবং প্রতি অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় কাপুর লাগানো হয়। তার:পর তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়।

আল্লামা কছত্বলানী (রহ.) বলেন- ইমাম বায়হাকী (রহ.) হাকেম (রহ.) এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, হযরত আলী (রা.) ইবনে আব্বাস, মা আয়েশা, ইবনে ওমর, জাবের ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস খবরে মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌছে গেছে। তাঁরা বলেন- হুজুর আকরাম (ﷺ) কে তিন খানা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছে। তম্মধ্যে কামীছ/ জামা ও পাগড়ী ছিল না।

ইবনে ইসহাক বলেন- রসুলুল্লাহর (ﷺ) গোসল দেওয়া শেষ হলে তাকে তিন বস্ত্রে কাফন পরানো হয়। দুইটি ছিল সহুলী (ইয়ামনের তৈরী) কাপড় এবং একটি হিবরার চাদর দ্বারা তাঁকে সযত্নে সেই কাফনে ভাল করে আবৃত করে দেওয়া হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)'র প্রশ্নের আলোকে নবীজীর ﷺ উত্তর এখানে প্রণিধান যোগ্য-

قال ابن مسعودؓ قلنا ففيما نكفنک يارسول الله قال فى ثيابى هذه إن شئتم اوفى يمانية اوفى بياض مصر۔ (البداية والنهاية المجلد الخامس صفحہ ۲۵۳۔)

অর্থাৎ- হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রশ্ন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কি ধরনের কাপড় দ্বারা আপনাকে কাফন দেব? তদুত্তরে রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন- আমার পরিধানের কাপড় দ্বারা অথবা ইয়েমেন দেশীয় কাপড় দ্বারা

অথবা মিশরীয় সাদা কাপড় দ্বারা আমার কাফন দিবে।

হযরত আলী (রা.) বলেন-

كفنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين سحولين وبرد حبرة

অর্থাৎ- আমি নিজ হাতে রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) কে দুই খানা সাদা কাপড় ও একখানা চাদর দ্বারা কাফন পরিধান করিয়েছি।

মোট কথা- তিনখানা কাপড়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়। পাগড়ি পরিধান করা হয়নি।

(আল বাদায়াহ্ ওয়ান নেহায়াহ্ ৫ম খন্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা)

রসুলুল্লাহ্'র (ﷺ) রওজা মোবারক খনন

রওজা মোবারকের স্থান নির্ধারণ নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মাঝে প্রথমে বিভিন্ন মতামত এসেছে। কেউ বলেন জান্নাতুল বাকীতে দেওয়া হোক, কেননা সেখানে অধিক পরিমাণে দোয়া, ইস্তিগফার করা হয়। কেউ কেউ মতামত দেন যে, মিম্বর শরীফের কাছে কবর দেওয়া হোক, কারো মতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর রওজার নিকট দেয়া হোক, আবার কতিপয় বলেন যে, বরং নবী করীম (ﷺ) এর মিহরাবে নামাজের স্থানেই কবর শরীফ করা হোক। প্রকৃত অবস্থা তাদের কারো নিকট তখনও জানা ছিলনা। এমন সময় হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) আসলেন এবং এর সমাধান এভাবে দিলেন-

وقال ابوبكر رضى الله تعالٰى عنه ـ ادفنوه فى الموضع الذى قبض فيه ـ فان الله لم يقبض روحه الا فى مكان طيب ـ وفى رواية انه قال ـ ان عندى فى هذا خبرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايدفن نبى الاحيث قبض ـ وفى لفظٍ لايقبض الله روح نبى الافى الموضع الذى يحب ان يدفن فيه ـ وفى رواية انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايقبض النبى الافى احب الامكنة اليه ـ وفى الحديث مامات نبى الادفن حيث قبض ـ فحول فراشه وحفرله ودفن فى ذالك الموضع الذى توفاه ـ (السيرة الحلبية ـ المجلد الثالث صفحـ ٣٩٢

অর্থাৎ- হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) বলেন, এব্যাপারে আমার কাছে একটি সঠিক সংবাদ আছে যে, আমি স্বয়ং নবী করীম (ﷺ) কে বলতে শুনেছি- নবীগণ (আ.) যে স্থানে ইনতিকাল/ওফাত বরণ করেন, সে স্থানেই তাঁদের দাফন করা হয়। তারপর ছিদ্দিকে আকবর (রা.) নির্দেশ দিলেন- তোমরা নবী করীম (ﷺ) এর বিছানা মোবারক সরিয়ে নিয়ে সে স্থানেই কবর শরীফ তৈরী কর। (সীরতে হালবীয়া ৩য় খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবী করীম (ﷺ) কে খাটে উঠিয়ে গোসল মোবারক দেয়ার

জন্য অন্য পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিছানার স্থানে রওজা মোবারক প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অত:পর কবর শরীফ খনন নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। দুটি মতামত আসে- একটা হলো মক্কার নিয়মে شق (শাক্ব) অপরটি হলো মদীনা শরীফের নিয়মে لحد (বগলী/সিন্ধুকী) কবর তৈরী করা হবে। তখনকার সময়ে মদিনা শরীফে দু'জন লোক কবর খননের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। একজন হলো- আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) অপরজন্য হলেন- হযরত আবু ত্বলহা যায়েদ ইবনে সাহল। তিনি মদীনার নিয়মে কবর খননে পারদর্শী ছিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন- আমার নিকট হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) ইকরামা (রা.) এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- হযরত আবু ওবায়দা (রা.) মক্কা বাসীদের নিয়মে কবর খনন করতেন। আর হযরত আবু ত্বালহা (রা.) মদীনা বাসীদের নিয়মে কবর তৈরী করতেন। রসুলুল্লাহর (ﷺ) জন্য কবর খননের প্রশ্ন আসলে- হযরত ওমর (রা.)'র পরামর্শ মোতাবেক হযরত আব্বাস (রা.) দু'জন লোককে ডাকলেন- একজন কে বললেন- তুমি গিয়ে আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ কে ডেকে নিয়ে এস। অন্যজনকে বললেন- তুমি যাও আবু ত্বালহার কাছে তাকে আসতে বল। দুইজন থেকে যে ব্যক্তি আগে আসবেন তিনিই কবর শরীফ খনন করবেন। তারপর এক বর্ণনা মতে হযরত ওমর (রা.) অন্য বর্ণনা মতে হযরত আব্বাস (রা.) দু'আ করলেন-

اللهم خرلرسولك ـ فسبق ابوطلحة فصنع له لحدًا ـ (السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحـ ٣٩٢ وابن هشام ـ المجلد الرابع صفحـ ٦٦٣)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার রসুলের জন্য একজন কে বেছে নাও। হযরত আবু ত্বলহার কাছে যাকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি তাকে পেয়ে গেলেন এবং সাথে করে আগে নিয়ে আসলেন কাজেই তিনিই রসুলুল্লাহর জন্য কবর খনন করে ধন্য হলেন। (সীরাতে হালাবীয়া ও সীরাতে ইবনে হিশাম)

এ থেকে বুঝা গেল নবীজীর জন্য মদীনা শরীফের নিয়মে বগলী/সিন্ধুকী কবরই

প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তথায় তিনি আরাম করছেন। যা নবীজীর পছন্দনীয়ও ছিল। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

الحدوا ولاتشقوا فان اللحد لنا والشق لغيرنا ـ الحلبية صفحـ ٢٩٢

অর্থাৎ- সিন্ধুকী কবর খনন কর। শাক্ব নয়। নিশ্চয় সিন্ধুকী কবর আমাদের (মদিনা বাসীর) জন্য আর শাক্ব অন্যদের জন্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়শা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন-

تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الاربعاء ـ

অর্থাৎ রসুলে করীম (ﷺ) রোজ সোমবার দিন (চাশতের সময়) ওয়াফাত বরণ করেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে তাকে দাফন করা হয়। এটাই বিশুদ্ধমত। মঙ্গলবার দিনে খলীফা নির্বাচনের পর পরই রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর গোসল শরীফ, কাফন মোবারক পরিধান এবং কবর /রওজা শরীফ তৈরী করার যাবতীয় কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা হয়। বাকী দাফন মোবারক এর কাজ।

রসুলুল্লাহ্’র (ﷺ) দাফন মোবারক

১৩ ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার দিন পবিত্র গোসল কার্য সম্পাদন, কাফন পরিধান অনুষ্ঠানও কবর শরীফ তৈরীর যাবতীয় কাজ সু-সম্পন্ন করার পর, পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রা:) এর নেতৃত্বে পর্যায়ক্রমে পুরুষ, নারী ও বালকগণ হুজরা মোবারকে প্রবেশ করত: অতুলনীয়ভাবে সালাতুল জানাযা আদায় করেন। এ অনুষ্ঠান মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলতে থাকে । তারপর হায়াতুন্নবীর (ﷺ) পবিত্র দেহ মোবারক রওজা শরীফে স্থাপন করার বিষয় উপস্থিত হয় এবং প্রশ্ন আসে কে কে নামাবে? তখনই আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ(রা:) এর জিজ্ঞাসিত হাদীস মোতাবেক শুরু হয়। হাদীস শরীফটা হল :

قلنا فمن يدخلك قبرك يارسول الله ؟ قال رجال اهل بيتى الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لاترونهم-

(البداية والنهاية ـ المجلدالخامس صـــ ٢٥٣)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন- আমরা আরজ করলাম ইয়া রসুলাল্লাহ (ﷺ) কে আপনাকে রওজা মোবারকে নামাবে? নবীজী (ﷺ) ইরশাদ ফরমান আমার আহলে বাইতের পুরুষ লোকেরা নিকটতম ব্যক্তি তার পর ক্রমানুসারে। সাথে অনেক ফেরেশতা থাকবে যারা তোমাদেরকে দেখেন কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা।

সেই মোতাবেক আহলে বাইতের লোকজন দ্বারা মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সেহরীর সময় হুজুর আকরাম (ﷺ) কে পবিত্র কদম মোবারকের দিক থেকে আস্তে আস্তে অত্যন্ত আদবের সাথে কবর শরীফে রাখা হয় এবং প্রবেশ করানো হয়। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হযরত আলী (রা:) হযরত আব্বাস, হযরত ফজল, হযরত কুছাম ও হযরত শোকরান (রা.)। হযরত কুছাম ইবনে আব্বাস (রা:) যিনি সবার শেষে পবিত্র রওজা শরীফ থেকে বের হয়ে এসেছেন।

যে ভাবে দাফন করা হলো

প্রথমে রওজা শরীফে একখানা লাল ইয়ামনী চাদর বিছানো হয়। যা তিনি সচরাচর পরিধান করতেন। এ চাদর খানা তিনি ৮ম হিজরীতে জঙ্গে হুনায়ন অথবা খায়বরে গনীমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ চাদরখানা হযরত শোকরান (রা:) বিছায়েছেন।

وقال هشيم بن منصور عن الحسن قال - جعل فى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء كان اصابها يوم حنين - قال الحسن جعلها لان المدينة ارض سبخة وقال محمد بن سعد حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عقبة بن ابى الصهباء سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لى قطيفة فى لحدى - فان الارض لم تسلط على اجساد الانبياء -

وفى رواية عن ابن عباس قال : كان الذين نزلوا فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علىٌ والفضل وقثم وشقران ، وذكر الخامس وهو اَوس بن خَوْلِىُ بدرى - وذكر قصة القطيفة التى وضعها فى القبر شقران - (البداية والنهاية المجلد الخامس صفحه ٢٦٩ ، السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحه ٣٩٢ - ٣٩٣ - مدارج النبوة جلد دوم صفحه ٧٥١)

নবী করীম (ﷺ) উক্ত চাঁদরখানা তার রওজা শরীফে বিছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন, হযরত হাছান (রা.) বলেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন তোমরা আমার রওজা মোবারকে আমার সম্মানে চাঁদরখানা বিছিয়ে দিও। কারণ জমিন নবীগনের শরীর মোবারক নষ্ট করতে পারেনা বা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনা।

রসুল (ﷺ) এর রওজা মোবারকে ৯টি ইট বিছানো হয়েছিল। রসুলুল্লাহ (ﷺ) 'র আযাদকৃত গোলাম হযরত শোকরান (রা.) তার নীচে একটি ইয়ামনী চাঁদর বিছিয়ে দিয়েছেন। তবে ইবনে আব্দুল বার বলেন ইট বিছানোর পর ঐ চাঁদর খানা বাহির করে ফেলা হয়। ইমাম বায়হাকী বলেন- انه نصب على لحده عليه السلام تسع لبنات অর্থাৎ নবী করীম (ﷺ) এর রওজা

মোবারকে নয়খানা ইট স্থাপন করা হয়েছে। রওজা শরীফকে পূর্ব পশ্চিমে তথা মাথা মোবারক পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ দিকে কেবলামূখী করে শয়ন করানো হয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- রসুলুল্লাহর রওজা শরীফে যাঁরা নেমেছিলেন তাঁরা হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) কুছাম ইবনে আব্বাস (রা.) এবং রসুল (ﷺ)'র আযাদকৃত গোলাম শোকরান (রা.) [অপর বর্ণনা মতে হযরত আব্বাস (রা.)ও] পঞ্চম নম্বরে হযরত আউস বিন খাওলী (রা.)'র কথাও উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আউস ইবনে খাওলী (রা.) যিনি বদর যুদ্ধের সৈনিক তথা বদরী সাহাবী ছিলেন) হযরত আলী (রা.) কে বলেছিলেন- হে আলী! আল্লাহর কসম এবং রসুলুল্লাহর (ﷺ) প্রতি আমাদেরও কিছু করণীয় আছে তার দোহাই দিয়ে বলছি- আমাদেরও শরীক রাখুন। আলী (রা.) বলেন- ঠিক আছে নামুন। সুতরাং তিনিও তাদের সাথে কবরে নামলেন। রসুল (ﷺ) কে যখন কবর শরীফে রেখে উপরে মাটি ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন শোকরান (রা.) একটি চাঁদর নিয়ে আসলেন। রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) সেটি গায়ে দিতেন এবং প্রয়োজনে বিছাতেন। হযরত শোকরান (রা.) সেটি এই বলে দাফন করে দিলেন যে, আল্লাহর কসম! আপনার পরে এটি কেউ কোনদিন ব্যবহার করবে না। এভাবে চাঁদরটি রসুলুল্লাহর (ﷺ) সাথে দাফন করে দেওয়া হয়। (সীরতে ইবনে হিশাম পৃ: ৩৩৬, ৪র্থ খন্ড/ই.ফা.)

আর হযরত বেলাল (রা.) কবর শরীফের উপর মাটি ঢেলে দেয়ার পর এক মশক পানি নিয়ে তা মাথা মোবারকের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে ছিটিয়ে দেন। হুযুর আকরাম (ﷺ) এর কবর শরীফ এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা হয়েছে। অপর বর্ণনা মতে চার আংগুল পরিমানের কথা এসেছে এবং কবর শরীফের উপর সাদা-লাল পাথরের কণা জমানো হয়েছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ)'র দাফন কার্যাদি সমাপ্ত করতে করতে প্রায় ফজর হয়ে গিয়েছিল। ঐ রাতে হযরত ফাতেমা (রা.) সহ সমস্ত উম্মুহাতুল মুমিনীনগণ- মা আয়েশা (রা.) এর হুজরার অপর অংশে কান্নারত ছিলেন। এই অবস্থার বিবরণে হযরত উম্মে সালমা (রা.) ও মা আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.)'র বর্ণনা নিম্নরূপ-

عن عائشة انها قالت ماعلمنا بدفن النبى صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحى فى جوف ليلة الاربعاء : وقال الواقدى حدثنا ابن ابى سبرة عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن وهب عن ام سلمةؓ قالت : بيننا نحن مجتمعون نبكى لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير - اذسمعنا صوت الكرازين فى السحر - قالت ام سلمةؓ فصحنا وصاح اهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة واذن بلالؓ الفجر - فلما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب فزادنا حزنا - فيالها من مصيبة ماصابنا بعدها من مصيبة الاهانت اذاذكرنا مصيبتنابه صلى الله عليه وسلم - (البداية والنهاية المجلد الخامس صفحـ ٢٧٠-٢٧١ السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحـ ٣٩٣-

অর্থাৎ- উম্মূল মুমিনীন মা আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন- নবীজী (ﷺ)'র দাফন কার্য সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু অবগত ছিলাম না। ইত্যবসরে মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রিতে রওজা-এ আকদাসে মাটি ফেলার জন্য কোদালের শব্দ শুনতে পেলাম।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন- আমরা আহলে বাইতের রমণীগণ একত্রিত হয়ে হুজরা শরীফের এক পার্শ্বে কান্না-কাটি করছিলাম। রাত্রে আমাদের ঘুম হয়নি। এমতাবস্থায় প্রিয় নবীজী (ﷺ) আমাদের ঘরেই ছিলেন। আমরা দয়ালু নবীকে (ﷺ) খাটের উপর শয়নরত অবস্থায় দেখে মনকে এই বলে শান্তনা দিচ্ছিলাম যে, তিনি তো আমাদের মাঝেই আছেন। হঠাৎ করে সেহরীর সময়ে বড় কুড়ালের (কোদালের) আওয়াজ শুনতে পেলাম। উম্মে সালমা (রা.) বলেন: আমরা হু হু করে কেঁদে উঠলাম এবং মসজিদে নববীতে অবস্থানরত শোকাতুর লোকেরাও চিৎকার দিয়ে উঠল। (অসহায়দের সহায় বিপদের পরীক্ষিত বন্ধু, দয়ার সাগর প্রিয় আব্বাকে ﷺ কবর শরীফে রেখে উপরে মাটি চাপা দিতে দেখে সাহাবায়ে কেরাম শোকে মুহ্যমান হয়ে সবচেয়ে আপনজন হারানোর ব্যথায় বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন) সকলের কান্নার রোল মিলে মাদীনাতুর রসূল (ﷺ)'র জমীন থর থর করে কেঁপে উঠলো। এমন সময়ই হযরত বেলাল (রা.) ফজরের আযান দিলেন। এটা ছিল দাফনের শেষ পর্যায়ের ঘটনা।

রওজায়ে রাসূল ﷺ খানায়ে কা'বা ও আরশ আজীম থেকেও উত্তম

উল্লেখ্য যে, মদীনা শরীফের রওজা মোবারকের যে স্থানটুকু হুজুর(ﷺ)'র নুরানী দেহ মোবারকের সাথে সংযুক্ত তা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি জমীনের কাবা বায়তুল্লাহ, আসমানের কাবা বায়তুল মামুর, আরশ-কুরছি, লওহ-কলম থেকে ও পবিত্রতম। সুতরাং মাদীনাতুর রসুলের পবিত্র রওজা মোবারক খানায়ে কাবা ও আরশ মোআল্লার চেয়েও উত্তম। যেমন সীরতে হালবিয়ার মধ্যে রয়েছে।

وقام الاجماع على ان هذا الموضع الذى ضم اعضائه الشريفة افضل بقاع الارض حتى موضع الكعبة الشريفة - قال بعضهم وافضل من بقاع السماء ايضاحتى من العرش - (السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحـ ٣٩٥-)

ফতোয়ায়ে শামী ২য় খন্ড ৬২৬ পৃষ্ঠায় مطلب فى تفضيل قبره المكرم (ﷺ) অধ্যায়ে এসেছে-

ومكة افضل منها (اى من المدينة) الاماضمّ اعضائه عليه الصلوٰة والسلام فانه افضل مطلقًا حتى من الكعبة والعرش والكرسى - (درالمختار)

وقد نقل القاضى عياض وغيره الاجماع على تفضيله (الضريح الاقدس) حتى على الكعبة وان الخلاف فيما عداه ونقل عن ابن عقيل الحنبلى ان تلك البقعة افضل من العرش - (ردالمحتار المجلد الثانى صفحـ ٦٢٦)

وقال فى اللباب والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس فما ضمّ اعضائه الشريفة فهو افضل بقاع الارض بالاجماع - قال شارحه : وكذا اى الخلاف فى غير البيت - فان الكعبة افضل من المدينة ماعدا الضريح الاقدس وكذا الضريح افضل من المسجد الحرام - (شامى المجلد الثانى صفحـ ٦٢٦)

অর্থাৎ : রওজা মোবারকের যে মাটি নবী করীম (দ:) এর দেহ মোবারকের সংস্পর্শে লাগা আছে, তা আসমান-জমীন, খানায়ে কা'বা এমনকি আরশ আযীম হতেও উত্তম।

عرش سے زیادہ رتبہ والا روضہ رسول اللہ کا ÷ اسی روضہ انور پہ غلاموں کی لاکھو سلام

আরশ হতে অধিক উত্তম দয়াল নবীর রওজা পাক

সেই রওজাতেই গোলামদেরই লক্ষ কোটি সালাম যাক।

روئے ہمارا سوئے کعبہ ÷ روئے کعبہ سوئے مدینہ

کعبہ کا کعبہ روئے محمد ÷ صلی اللہ علیہ وسلم

বারবার/একাধিক বার জানাযা পড়া নাজায়েজ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার মাগফিরাতের নিমিত্তে সালাতুল জানাযা বা জানাযার নামাজ আদায় করা জীবিতদের উপর ফরজ। (ফরজে কেয়াফাহ্)। কেননা রসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন-

صلّوا على كل ميت - وفى رواية عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوٰة واجبة عليكم على كل مسلم مات برا كان او فاجرًا وان عمل الكبائر — رواه ابوداؤد وروى البيهقى فى السنن الكبرى -

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামাজ পড়া (তোমাদের জীবিতদের) উপর আবশ্যক। সে ব্যক্তি নেক্কার হোক কিংবা বদকার হোক। এমনকি ঐ ব্যক্তি যদি কবীরা গোনাহ্ও করে থাকে তারপরও তার জন্য জানাযার নামাজ আদায় করতে হবে। আবু দাউদ শরীফ, সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী)

উল্লেখ্য যে, জানাযা নামাজ যেহেতু ফরজে কেফায়াহ্ সেহেতু এলাকাবাসী বা মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক যদি সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করে তবে সকলের পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আর ফরয দুই প্রকার।

(ক) ফরজে আইন ও (খ) ফরজে কেফায়া।

কোন ব্যক্তি ফরযে আইন একবার আদায় করার পর দ্বিতীয়বার করলে তা নফল হয়ে যায়। কেননা তার ফরজ একবার আদায় হয়ে গেছে।

কিন্তু ফরযে কেফায়াহ্ বিশেষ করে সালাতুল জানাযা একবার আদায় করার পর দ্বিতীয় বার পড়লে তা নফল হয়ে যায় আর নফল জানাযা পড়া হানাফী মাজহাবে জায়েয নেই।

দুঃখের সাথে বলতে হয়- আমাদের বাংলাদেশে কোন ধনী ব্যক্তি বা ভি.আই.পি. লোক মৃত্যুবরণ করলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার সালতূল জানাযা আদায় করে থাকে এবং এটাকে সওয়াবের কাজ

মনে করে। অথচ জানাযার নামাজ একবারই, দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া হানাফী মাজহাব বিরোধী, এটা নাজায়েয ও গোনাহের কাজ।

নিম্নে এবিষয়ে শরীয়ত প্রণেতা মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হাদীস শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের (রা.) আমল ও হানাফী মাযহাবের কালোত্তীর্ণ ফিক্হর কিতাবের উদ্বৃতি মুসলিম মিল্লাতের জ্ঞাতার্থে ও সংশোধন পূর্বক আমলে বাস্তবায়নের জন্য পেশ করা হলো-

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যা আমল করি তার নিয়্যত হতে হবে মহান আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুন্নাতের অনুসরন এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم-

অর্থাৎ- প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৩১, পারা-৩)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদিন হযরত রসুলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। অত:পর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এবং আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী নসীহত করলেন, যাতে আমাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু বর্ষণ করল (সবাই কান্না করলাম) এবং অন্তর সমূহ বিগলিত হল। এক জন সাহাবী ওঠে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ﷺ)! মনে হয় এটা বিদায়ী উপদেশ। আমাদেরকে আরো কিছু নসীহত করুন।

তখন তিনি বললেন- আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। ইমামের কথা শুনতে এবং তাঁর অনুগত্য করতে বলছি, যদিও তিনি একজন হাবশী গোলাম হন না কেন। (তারপর বললেন)-

فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة

الخلفاء الراشدين المهديين - الخ

অর্থাৎ- আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, অচিরেই সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) এর সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।

অতএব, সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসুলের বাইরে নতুন কথা ও মতবাদ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নুতন কথাই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত-ই হচ্ছে গোমরাহী তথা ভ্রষ্টতা। (মাসনাদ-এ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ, মিশকাত-২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত আয়াতে কুরআন ও হাদীসে রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ পাকের হুকুম, মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নির্দেশ, খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)'র আমল ও মাজহাবের ইমাম গণের (রহ.) মতামতের বাইরে যা রয়েছে তা বিদআত বৈ আর কিছুই নয়। এখন চলুন একাধিক বার জানাযার নামাজ পড়া বা পড়ানোর ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কি?-

প্রমাণ নং-১ (হাদীসের বাণী):

ان النبى ﷺ صلّى على جنازة فلما فرغ جاء عمر رض ومعه قوم - فاراد ان يصلى ثانيا - فقال له النبى ﷺ الصلوٰة على الجنازة لاتعاد - ولكن ادع للميت واستغفر له - وهذا نص فى الباب - (هكذافى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى - المجلد الاول ، صفحه ٣١١ -

অর্থাৎ- প্রিয়নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটা জানাযার নামাজ আদায় করে যখন অবসর নিলেন, তখন হযরত ওমর (রা.) উপস্থিত হলেন, তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ও ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার জানাযার নামাজ পড়ার জন্য ইচ্ছা করলে নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন-

জানাযার নামাজ দ্বিতীয়বার পড়া যায় না। অর্থাৎ জানাযার নামাজ বার বার পড়া যায় না। তবে তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া কর এবং তারজন্য মাগফিরাত (ক্ষমা) কামনা কর। (বাদায়িউস সানায়ি' ১ম খন্ড ৩১১ পৃষ্ঠা)

এই হাদীস থেকে দু'টি বিষয় বুঝা গেল-

১। জানাযার নামাজ একবারই হবে, দ্বিতীয়বার কিংবা বার বার জানাযা পড়া যাবে না।

২। জানাযার পরও দোয়া করা এবং মাগফিরাত কামনা করা জায়েয।

প্রমাণ নং-২ (আ'মলে সাহাবা (রা.):

وروى ان ابن عباس وابن عمر رض فاتتهما صلوٰة على جنازة - فلما حضرا مازادا على الاستغفار له وروى عن عبد الله بن سلام انه فاتته الصلوٰة على جنازة عمر رض - فلما حضر قال : ان سبقتمونى بالصلوٰة عليه فلاتسبقونى بالدعاء له -

অর্থাৎ- একদা একটা জানাযার নামাজ আদায় হয়ে যাওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাহ.) উপস্থিত হলেন। তখন তাঁরা মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা তথা মাগফিরাতের জন্য দোয়া ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু করেন নি। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সালাতুল জানাযা পড়েন নি।

অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এর জানাযায় তিনি শরীক হতে পারেন নি। জানাযার নামাজ শেষ হওয়ার পর যখন তিনি এসে উপস্থিত হলেন- তখন বললেন- (প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা) যদিও তোমরা আমি উপস্থিত হওয়ার আগেই সালাতুল জানাযা আদায় করে ফেলেছ। তবে দোয়ার ক্ষেত্রে তোমরা আমার অগ্রবর্তী হয়ো না, অর্থাৎ দোয়া করার- সময় আমাকে শরীক হওয়ার সুযোগ দাও। অর্থাৎ তিনি দোয়া করলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি হযরত ওমর (রা.) এর জানাযার নামাজ পড়েননি।

(বাদায়ি'উস সানায়ি ফি তারতীবিশ শারায়ি : ১ম খন্ড ৩১১ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থ ও ফতোয়ার কিতাবের উদ্বৃতি

প্রমাণ নং- ৩

ফরমানে রসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের (রা.) আমল সম্বলিত উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বিশ্ব বিখ্যাত ফিকাহ্ বিশারদ আল্লামা কাছানী (রহ.) বলেন-

ولايصلى على ميت الامرة واحدة - لاجماعة ولاوحدانا عندنا - الا ان يكون الذين صلو عليها اجانب بغير امر الاولياء - ثم حضر الولى فحينئذ له ان يعيدها -

অর্থাৎ- আমাদের হানাফী মাজহাব মতে মৃত ব্যক্তির জন্য প্রথমবার ব্যতীত দ্বিতীয় বার আর কোন জানাযার নামাজ পড়া যাবে না। চাই সেই জানাযা জামা'ত সহকারে হোক কিংবা এককভাবে হোক। কোনভাবেই দ্বিতীয়বার পড়া যাবে না।

তবে মৃত ব্যক্তির অলীর অনুমতি ব্যতীত অন্যান্য লোকেরা যদি প্রথম জানাযা আদায় করে, তারপর মৃতের অলী উপস্থিত হয় তখন ঐ অলীর জন্য দ্বিতীয় বার জানাযা পড়া বৈধ। কেননা তাতে অলীর হক্ব (অধিকার) রয়েছে। (বাদায়িউস সানায়ি, ১ম খন্ড ৩১১ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং- ৪

ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে-

فان صلى غير الولى ولم يتابعه الولى اعاد الولى ولوعلى قبره ان شاء لاجل حقه لا لإسقاط الفرض - ولذاقلنا ليس لمن صلى عليها ان يعيد مع الولى - لان تكرارهاغيرمشروع عندنا وعند مالک رح خلافًا للشافعى والادلة فى المطولات - وان اعادة الولى ليست نفلا لان صلوة غيره وان تأدى بها الفرض وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولى فيها - فاذا اعادها وقعت فرضا مكملا للفرض الاول - (فتاوى الشامى المجلد الثانى : صفحه ٢٢٣ - ٢٢٢)

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির জানাযার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী হকদার তার অলী, (অলী দ্বারা উদ্দেশ্য হল ক্রমান্বয়ে মৃত ব্যক্তির ছেলে, পিতা, ভাই, চাচা) অলি যদি

জানাযার নামাজ- না পড়ে আর অন্যান্য লোকেরা যদিও সালাতুল জানাযা আদায় করে ফেলে, তারপর ও উক্ত জানাযার নামাজকে পূণ:রায় পড়ার অধিকার তার রয়েছে। এমনকি অলী যদি চায় তাহলে দাফনের পরও কবরের উপর জানাযা পড়ার অধিকার তার রয়েছে। এটা তার হকের চর্চার জন্য। ফরয বা আবশ্যকতার অব্যাহতির জন্য নয়।

এজন্য আমরা (হানাফী মাজহাবের অনুসারী গণ) বলে থাকি যে, মৃত ব্যক্তির কোন অলী সহ যদি জানাযার নামাজ একবার পড়া হয় তবে তা পুণরায় দ্বিতীয়বার আর পড়া যাবে না। কেননা আমাদের হানাফী ও মালেকী মাজহাবে জানাযা নামাজের পুণরাবৃত্তি শরীয়ত সমর্থিত নয়। তবে শাফেঈ মাজহাবে তা জায়েয।

নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির অলী ব্যতীত অন্যান্যরা জানাযা পড়ার পরও দ্বিতীয়বার মৃতের অলী পুণ:রায় জানাযা পড়া এটা নফল হিসেবে নয় বরং এটা তার হক বা অধিকার। অন্যান্য লোকদের জানাযা আদায়ের দ্বারা যদিওবা ফরয আদায় হয়েছে। তবে তা হবে ফরজে নাকেছ বা অসম্পূর্ণ ফরজ। আর দ্বিতীয়বার মৃতের অলী কর্তৃক পুণ:আদায় টা হবে ফরজে মুকাম্মেল বা পরিপূর্ণ ফরয আদায়। (ফতোয়ায়ে শামী ২য় খন্ড, ২২২-২২৩ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং - ৫

হানাফী মাজহাবের গ্রহণযোগ্য ফিকাহ বিশারদ আল্লামা ত্বাহত্বাবী (রহ.) বলেন-

فان صلى غيره اى غير الولى بلا اذن ولم يقتدبه - اعادها ان شاء لعدم سقوط حقه وان تأدى الفرض بها - ولايعيد معه من صلى مع غيره - لان التنفل بها غير مشروع - كما لايصلى احد عليها بعده وان صلى وحده - اما اذا اذن له او لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له ان يعيد - لانه سقط حقه بالاذن او بالصلوٰة مرة وهى لا تتكرر -

ولوصلى عليه الولى وللميت اولياء اخرون بمنزلته ليس لهم ان يعيدوا - لان ولاية الذى صلى متكاملة -

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির অলীর অনুমতি ব্যতীত যদি অন্য লোকেরা জানাযা আদায় করে নেয় এবং মৃতের অলী ঐ জানাযায় ইকতিদা না করে, তাহলে যদিও বা ফরয আদায় হয়ে গেছে কিন্তু তার হক বা অধিকার বিদ্যমান থাকার দরুন সে

চাইলে উক্ত জানাযাকে পুণ:রায় পড়তে পারবে। তবে প্রথম বার যারা জানাযা পড়েছে তার সাথে তারা দ্বিতীয়বার পড়তে পারবে না। কেননা দ্বিতীয় বার জানাযা পড়লে তা নফল হবে। আর জানাযা নামাজে (দ্বিতীয় বার) নফল পড়া হানাফী মাজহাব পরিপন্থী। যেমন যদি অলী একাকী ও নামাজ আদায় করে নেয়, তবে পরবর্তীতে অন্য কেউ উক্ত জানাযার নামাজ পড়তে পারবে না।
আর মৃত ব্যক্তির অলী যদি অন্যান্য লোকদেরকে জানাযা পড়ার জন্য অনুমতি দেয় অথবা অনুমতি দেয়নি কিন্তু অন্যদের পেছনে সেও জানাযার নামাজ পড়ে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মৃতের অলি পুণ:রায় দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারবে না। কেননা, অলির অনুমতির দ্বারা কিংবা অন্যদের সাথে নামাজ আদায়ের দ্বারা তার যে হক (অধিকার) ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে জানাযার নামাজকে পুন:রায় পড়া যাবে না।
আর যদি মৃত ব্যক্তির সমপর্যায়ের বহু সংখ্যক অলী থাকে তন্মধ্যে একজন ব্যক্তিও যদি জানাযা পড়ে থাকে, তবে সবার পক্ষ থেকে হক্ব আদায় হয়ে যাবে। ফলে বাকীরা পূণ:রায় দ্বিতীয়বার জানাযার নামাজ পড়তে পারবে না। আর তাদের পক্ষ থেকে ঐ একজনের দরুন জানাযা নামাজের হক আদায় হয়ে যাবে। কেননা তার বেলায়ত (অভিভাবকত্ব) টা পরিপূর্ণ বেলায়ত। (ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্, ৩৯০-৩৯১ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং- ৬

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত আছে-

ولايصلى على ميت الامرة واحدة - والتنفل لصلوة الجنازة غيرمشروع - كذا فى الايضاح وان صلى عليه الولى لم يجز لاحد ان يصلى بعده - ولو صلى عليه الولى وللميت اولياء آخرون بمنزلته ليس لهم ان يعيدوا - كذا فى الجوهرة النيرة - (الفتاوى العالمغيرية المجلد الاول صفحـ ١٦٣ - ١٦٤)

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির জন্য একবারই জানাযার নামাজ পড়া যাবে। সালাতুল জানাযার ক্ষেত্রে নফল তথা বারবার জানাযা পড়া হানাফী মাজহাব পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ। মৃত ব্যক্তির যদি সমপর্যায়ের বহু সংখ্যক অলী থাকে তন্মধ্যে একজন ব্যক্তিও যদি জানাযার নামাজ আদায় করে নেয়, তবে বাকীদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তারা পূণ:রায় দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারবে না। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড, ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠা)

তাই যদি একজন ছেলেও জানাযার নামাজ আদায় করে, তবে অন্যান্য ছেলেদের জন্য পুণ:রায় পড়া বা পড়ানো জায়েয নেই।

প্রমাণ নং- ৭

হানাফী মাজহাবের শীর্ষস্থানীয় ফিক্হর কিতাব "আল-ইখতিয়ার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

فان صلى الولى فليس لغيره ان يصلى بعده - لان فرض الصلوة تادى بالولى فلو صلوا بعده يكون نفلا - ولايتنفل بها - ولانه لوجاز اعادة الصلوة لأعادها الناس على النبى ﷺ واصحابه ولم يفعلوا - الاختيار لتعليل المختار المجلد الاول صفحـ ٩٣ -

অর্থাৎ- যদি মৃত ব্যক্তির অলি জানাযার নামাজ আদায় করে নেয়, তবে তারপরে অন্যান্যদের জন্য পুনরায় জানাযা পড়া জায়েয নেই। কেননা অলী দ্বারা জানাযার ফরয (আবশ্যকতা) আদায় হয়ে যায়। এর পর কেউ পড়লে তা আর ফরজ থাকে না। বরং নফল হয়ে যায়। আর জানাযা নামাজের ক্ষেত্রে নফল জায়েয নেই। (অর্থাৎ নফল জানাযা বলতে হানাফী মাজহাবে কোন নামাজ বা আমল নেই। তা সম্পূর্ণ অর্থহীন না জায়েয ও গোনাহের কাজ)
আর যদি বার বার জানাযা পড়া জায়েজ থাকত, তাহলে মুসলিম ব্যক্তিগণ একেরপর এক কিয়ামত পর্যন্ত নবীজীর (ﷺ) ও সাহাবা-এ কেরামগণের (রা.) জানাযা আদায় করতে থাকতেন। অথচ তারা তা করেন নি। (আল-ইখতিয়ার, ১ম খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং- ৮

আল্লামা কাছানী (রহ.)'র অভিমত হলো-

قال العلامة الكاسانى رحـ

والدليل عليه ان الامة توارثت ترك الصلوة على رسول الله ﷺ وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة رضـ - ولو جاز لما ترك مسلم الصلوة عليهم - خصوصا على رسول الله ﷺ لانه فى قبره كماوضع -

وقال الطحطاوى - والايصلى على قبره الشريف الى يوم القيمامة لبقائه ﷺ -

فان لحوم الانبياء حرام على الارض - به وردالأثر وتركهم ذالک اجماعًا دليل على عدم جواز التكرار - لان الفرض قدسقط بالفعل مرة واحدة - فلوصلى ثانيا كان نفلا - والتنفل لصلوٰة الجنازة غير مشروع -

(هكذا فى بدائع الصنائع للكاسانى المجلد الاول صفحہ ۳۱۱ -

وفى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الايضاح - الصفحہ ۳۹۱ - ۳۹۰)

অর্থাৎ- বারবার জানাযা পড়া জায়েজ নেই। একথার উপর দলীল হল মুসলিম উম্মাহ্ প্রিয় রসূলের ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযা শরীফ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামগণের (রা.) জানাযার ধারাবাহিকতা পরিত্যাগ করেছেন। বার বার জানাযা পড়া যদি জায়েয থাকত, তাহলে মুসলিম মিল্লাত তাঁদের সালাতুল জানাযাহ্ পরিত্যাগ করতেন না। (বরং এখনো পর্যন্ত এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত জানাযার নামাজ পড়তে থাকতেন) বিশেষ করে অতুলনীয় রসুল ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযা মোবারক কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হত না। কেননা, তাকে পবিত্র রওজা শরীফে যেভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পুত:পবিত্র ও সুগন্ধময় অনুপম পরিবেশে রাখা হয়েছিল এখনো সেই পবিত্র অবয়বে স্ব-শরীরে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন এবং থাকবেন।

আর আল্লাহ্ তা'য়ালা পরম সম্মানিত হযরাতে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) গণের পবিত্র শরীর মোবারককে ভক্ষণ করা জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছেন। (আল-হাদীস)

অর্থাৎ- নবীগণ (আলাইহিমুস-সালাম) স্বীয় কবর শরীফে যে ভাবে রেখেছেন এখনো সেইভাবে অক্ষত অবস্থায় জীবিত আছেন। আর সেই থেকে এ পর্যন্ত উম্মতের সকলেই জানাযার নামাজ বার বার আদায় করা পরিত্যাগ করেছেন। এটা একাধিকবার জানাযা পড়া নাজায়েয এ বিষয়ের বড় দলীল।

কেননা সালাতুল জানাযাহ্ ফরযে কেফায়া, আর সেই ফরজিয়্যত বা আবশ্যকতা একবার কার্যে পরিণত করা তথা একবার আদায় করার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বার আর পড়তে হয় না। তারপরও যদি কেউ দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ে তাহলে তা আর ফরজ থাকে না বরং নফল হয়ে যায়। নফল জানাযা বলতে কোন নামাজ হানাফী মাজহাবে নেই। সুতরাং দ্বিতীয় নামাজে জানাযা একটা অনর্থক ও নাজায়েয কাজ।

(বাদায়িউস্ সানায়ি ১ম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুত ত্বাহতাবী আলা-মারাকিউল ফালাহ্, ৩৯০-৩৯১ পৃষ্ঠা)

অতএব, আমাদের মাজহাবের ইমাম, ইমামকুল শিরোমণি, শ্রেষ্ঠ ইমাম হযরত আবু হানীফা (রহ.) প্রবর্তিত হানাফী মাজহাবে - জানযার নামাজ বলতে একবার তথা প্রথম বার যে নামাজে জানাযা আদায় করা হয় তাকেই বুঝায়। মৃতের অলীদের জন্য প্রয়োজন বশত: যদিও দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার বিধান রয়েছে কিন্তু তৃতীয় জানাযা নামক কোন জানাযা নামাজের ভিত্তি হানাফী মাজহাবে নেই।

তবে শাফেঈ মাজহাবে বার বার জানাযা বা একাধিকবার নামাজে জানাযা পড়া জায়েয রয়েছে। তিনি যে দলীল পেশ করেছেন, আমাদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে-

প্রমাণ নং- ৯

عن ابى هريرةؓ ان امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد او شابّ - ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها او عنه ــ فقالوا مات ــ قالؐ : افلا كنتم آذنتمونى - قال فكانهم صغروا أمرها او أمره - فقال دلونى على قبره - فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملؤة ظلمة على اهلها وان الله ينورلهم بصلاتى عليهم - (متفق عليه ولفظه لمسلم - مشكوٰة المصابيح صفحہ ۱۴۵)

قال ابن الملک - وبهذا الحديث ذهب الشافعى الى جواز تكرار الصلوٰة على الميت - قلنا صلاته ﷺ كانت لتنوير القبر - وذا لاتوجدفى صلوٰة

غيره فلايكون التكرار مشروعا فيها لان الفرض منها يؤدى مرة ـ(مرقاة المفاتيح شرح مشكوٰة المصابيح ـ المجلد الرابع ـ صفحـ ٥١ ـ ٥٠)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একজন কৃষ্ণ মহিলা অথবা যুবক পুরুষ মসজিদে নববী শরীফে ঝাড়ু দিতেন। একদা মহানবী ﷺ তাকে না পেয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাহাবাগণ (রা.) উত্তর দিলেন যে, তার ইন্তিকাল হয়েছে। রসুল ﷺ বললেন- তোমরা এবিষয়টি আমাকে অবহিত করনি কেন? সাহাবগণ এটাকে ছোট-খাট বিষয় মনে করেছেন। অত:পর রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন- তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। সাহাবগণ (রা.) দেখিয়ে দিলে দয়ালু নবীজী ﷺ তার উপর সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। তারপর বললেন- নিশ্চয় এই কবর সমূহের বাসিন্দারা অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর আমার নামাজে জানাযার দ্বারা মহান আল্লাহ্ পাক কবর সমূহকে আলোকিত করেন। (সহীহ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

ইবনুল মালিক (রহ.) বলেন- এই হাদীসের আলোকে ইমাম শাফেঈ (রহ.) বার বার জানাযার নামাজ পড়াকে জায়েয দিয়েছেন।

তদুত্তরে আমাদের হানাফী মাজহাবের উলামাদের বক্তব্য হলো- মসজিদে নববী শরীফের খাদেমের জন্য দয়ালু রসুল ﷺ কর্তৃক পুণ:রায় জানাযা পড়ানো- এটা ছিল বিশেষ এক কারণে। আর তাহলো- নবীজী ﷺ এর যামানায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানাযা পড়ালে তার দ্বারা জানাযার ফরজ আদায় হতনা। আর ঐ ব্যক্তির জানাযা রসূল ﷺ কে না জানিয়ে ও বিনা অনুমতিতে পড়া হয়েছে বিধায় রসুল ﷺ পুণ:রায় ঐ ব্যক্তির সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। ইহা প্রিয় নবীজী ﷺ 'র মুজিজা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তা শোভনীয় নয়। যেমন- নবীজী ইরশাদ করেন- আমার জানাযা পড়ার দরুন তাদের কবরকে আল্লাহ্ তায়ালা আলোকিত করে দেন। এটা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর স্পেশাল মর্যাদা। আর এধরনের পুণ:রায় জানাযা পড়া একমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কারো জন্য নয়। তাই তো জনৈক ব্যক্তির জন্য হযরত ওমর (রা.) দ্বিতীয়বার জানাযা

পড়তে চাইলে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন-

الصلوة على الجنازة لاتعاد ـ وفى رواية ان الصلوٰة على الميت لاتعاد ـ (الحديث)

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির উপর জানাযা একবার পূণ:রায় দ্বিতীয় বার জানাযার বিধান নেই। (আল-হাদীস।)

অতএব, আমাদের (হানাফী) মতে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া না জায়েয। কেননা, প্রথমবার জানাযা আদায়ের দ্বারা ফরজ (আবশ্যকতা) আদায় হয়ে গেছে। (মিরকাত, ৪র্থ খন্ড ৫০-৫১ পৃষ্ঠা, ও আল-ইখতিয়অর, ১ম খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা)

قال محمد بن الحسن فى المؤطأ ـ ولاينبغى ان يصلى على جنازة قد صلى عليها وليس النبى ﷺ فى هذا كغيرة الخ ـ

অর্থাৎ- ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন- দয়ালু নবীজী ﷺ ব্যতীত অন্য কারো জন্য দ্বিতীয় বার জানাযা পড়া শোভনীয় নয়। এটা একমাত্র রসুলের ﷺ জন্য খাস বা নির্দিষ্ট।

(হাশিয়া-এ সহীহ বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ১৭৬পৃষ্ঠা)

وصلوٰة النبى ﷺ على من دفن بعدصلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا ـ وصلوة الصحابة عليه افواجًا خصوصيته ـ او لانها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه ﷺ عليهم لاتنفلابها ـ (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح الصفحـ ٣٩١ ـ ٣٩٠)

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির অলী কর্তৃক সালাতুল জানাযাহ্ আদায় করত: দাফন করার পর ও মহানবীর ﷺ পুণ:রায় জানাযা পড়ানোটা ছিল তাঁর বেলায়তে মোতলাকা তথা সর্বোচ্চ বেলায়ত (অভিভাবকত্ব)। তাই রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় তাঁর অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ (চাই সে অলী হোক) জানাযা পড়ালে তা আদায় হত না।

আর প্রিয় নবীজীর ﷺ অদ্বিতীয় জানাযা শরীফ সাহাবায়ে কেরামগণ দলে দলে বহুবার আদায় করাটা একমাত্র- তাঁরই বৈশিষ্ট্য। এটা অন্য কারো জন্য সমীচীন নয়।

অথবা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আজিমুশ্শান ও মহান ইজ্জতের খাতিরে জানাযা

আদায় করাটা সাহাবায়ে কেরাম গণের উপর ফরজে আইন ছিল। (ফরযে কেফায়াহ্ নয়) কেননা সাহাবাগণের (রা.) উপর মহানবীর ﷺ বিরাট অবদান ছিল। ফলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে না। (হাশিয়া-এ ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্- ৩৯০-৩৯১ পৃষ্ঠা)

প্রমাণ নং - ১০

সর্বোপরি উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক আলেম, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আহমদ রেযা খাঁ ফাজেলে ব্রেলভী (রহ.) তাঁর কিতাব جـامـع الاحـاديث ২য় খন্ডের ২৯ পৃষ্ঠার মধ্যে নামাজে জানাযার আলোচনায় ৪নং অনুচ্ছেদে- نماز جنازہ صرف ایک بار جائز ہے মর্মে স্বতন্ত্র একটা শিরোনাম রচনা করত : তার অধীনে বিভিন্ন কিতাবের উদ্বৃতি সহকারে তিনি একথাই প্রমান করেছেন যে, জানাযা নামাজ কেবল একবারই জায়েয। বার বার জানাযা পড়া জায়েয নেই।

(هـكـذا فـى الـمـختـارات الرضوية من الاحاديث النبوية والأثار المروية الـمـعـروف ب ''جـامـع الاحـاديث'' المجلد الثانى : الصفحـ ا ٣ = ٢٩ فتاوىٰ رضويه ـ المجلد الرابع ـ الصفحـ ا ٥ ـ ٤٨)

অনুরূপ ভাবে আ'লা হযরত (রহ.) স্বীয় কিতাব- العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية নামক ফতোয়ার কিতাবের ৪র্থ খন্ডে উল্লেখ করেছেন-

نماز جنازہ کا سبب مسلم میت ہے جب میت متکرر ہو نماز متکرر ہوگی مگر ایک ہی میت پر متکرر نہیں ہو سکتی (فتاوی رضویہ ۴/ ۴۸)

অর্থা- এক জন মৃত ব্যক্তির উপর বার বার জানাযা হতে পারে না।

উক্ত কিতাবের ৩৫ নং পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত (রহ.) আরো বলেন-

نماز جنازہ کی تکرار ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہم کے نزدیک مطلقًا ناجائز و نامشروع ہے

তিনি এ ব্যাপারে প্রায় ৪০টি কিতাবের (রেফারেন্স) উদ্বৃতিসহ বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার পর প্রাগুক্ত কিতাবের ৩৭ পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

دوبارہ اعادہ نماز ہمارے سب ائمہ کرام رضوان اللہ تعالٰی علیہم اجمعین کے اتفاق سے

ناجائز و گناہ واقع ہوا فتاوٰی رضویہ جلد چہارم صفحہ ۳۷ـ۳۵)

অর্থাৎ- আমাদের হানাফী মাজহাবের সম্মানিত ইমামগণের নিকট সর্ব সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বার জানাযার নামাজ পড়া না জায়েয ও গোনাহের কাজ। (ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, ৪র্থ খন্ড ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা)

(সংক্ষেপিত)

মুহতারম পাঠক! উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কেরামগণের (রা.) আমল, ফিকহী দলীল ও হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত- কালোত্তীর্ণ ফতোয়ার কিতাব সমূহের উদ্ধৃতি এবং সম্মানিত ইমামগণের মতামতের আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কোন মুসলিম ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে তার জন্য একবার মাত্র জানাযার নামাজ পড়া যাবে। একাধিকবার জানাযা পড়া অনর্থক, নাজায়েয ও গোনাহের কাজ। এটাই হানাফী মাজহাবের চুড়ান্ত ফয়সালা।

দ্বিতীয় বার, কিংবা তৃতীয় বার এভাবে বার বার জানাযা পড়া হানাফী মাজহাব সমর্থিত নয়। এটা আবেগ প্রসূত বিষয় ও বেদআত প্রথা। হানাফী মাজহাবের অনুসারী মুসলিম মিল্লাতের জন্য এ প্রথা বর্জন করা এবং সঠিক ও সুন্নাত প্রথা গ্রহণ করা আবশ্যক।

গায়েবানা জানাযাহ্ নামাজ পড়া জায়েয নাই

সালাতুল জানাযাহ্ এর শর্ত সমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত হল حضـور الـمـيـت তথা মৃত ব্যক্তির লাশ উপস্থিত থাকা। অর্থাৎ ইমামের সামনে কেবলার দিকে লাশ হাজির থাকা। লাশ বিহীন জানাযাহ্ পড়লে তা শুদ্ধ হবে না। যদি লাশ (হাজির) উপস্থিত না থাকে তাহলে আমাদের হানাফী মাজহাবে এধরনের গায়েবানা জানাযাহ্ পড়া জায়েয নেই। (যদিওবা শাফেঈ মাজহাবে জায়েয, তবে তাঁর দলীল-প্রমাণ গুলো আমাদের নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়)

(১) ফতোয়ায়ে শামী- ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা (২) ফতোয়ায়ে আলমগীরী- ১ম খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা। (৩) আল-ইখতিয়ার- ১ম খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠা। (৪). বাদায়িউস সানায়ী লিল কাছানী- ১ম খন্ড ৩১২ পৃষ্ঠা। (৫) হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্- ৩৮৩-৩৮৪পৃষ্ঠা)

মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া যাবে কি?

প্রশ্ন কারী : বিশিষ্ট রাজনীতি বিদ জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ রফিকুল আনোয়ার (সাবেক) এম,পি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তর:

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফের হাদীস-

قال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى على ميت فى المسجد فلا صلوة له ـ (الحديث)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা নামাজ আদায় করবে তার সালাতুল জানাযা আদায় হবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

এই হাদীসের আলোকে আল্লামা শামী (রহ.) ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করেন- যে মসজিদে জুমা হয় অর্থাৎ জামে মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী তথা না জায়েয।

মৃত ব্যক্তির লাশ, ইমাম ও মুক্তাদী সকলে মসজিদের ভিতর হোক,

বা মৃতের লাশ মসজিদের বাইরে ও মুক্তাদী মসজিদের ভিতরে হোক,

অথবা ইমাম সাহেব কিছু মুক্তাদীসহ মসজিদের বাইরে আর অবশিষ্ট মুক্তাদী মসজিদের ভিতরে,

অথবা মৃতের লাশ মসজিদের ভিতরে, ইমাম ও মুক্তাদী মসজিদের বাহিরে সর্বাবস্থায় জানাযার নামাজ মসজিদে পড়া না জায়েয।

তবে ওজর বা বিশেষ কারণ বশত: মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া জায়েয। যেমন : বৃষ্টির দরুন বা এরূপ অন্যকোন শরয়ী ওজর দেখা দিলে যে কারণে বাহিরে জানাযা পড়তে অসুবিধা হয়, তখনও মসজিদের ভিতরে সালাতুল জানাযাহ্ পড়া যাবে।

ফতোয়ায়ে শামী- ২য় খন্ড ২২৪-২২৬ পৃষ্ঠা, আলমগীরী- ১ম খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা

হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্- ৩৯৪পৃষ্ঠা।

উদাত্ত আহ্বান

পরিশেষে সম্মানিত সকল ওলামা সমাজের নিকট বিনীত আহবান- বিশেষ করে যারা এ ধরনের একাধিক জানাযার ইমামতি করেন কিংবা গায়েবানা জানাযা নামাজ পড়ান তাদের প্রতি অনুরোধ যদি আমার গবেষনা ভুল হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে সংশোধন ও শুদ্ধ করে বুঝিয়ে দিন। শরীয়তের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দিয়ে প্রমাণ দিতে পারলে আমি মানব। মানতে বাধ্য। আর যদি প্রমাণ দিতে না পারেন- তাহলে একাধিক বার জানাযা এবং গায়েবানা জানাযা পড়া ও পড়ানো থেকে নিজেও বাঁচুন। অপর সহজ-সরলমনা মুসলমান তথা ইসলামী ভাইদেরকেও রক্ষা করুন।

মহান আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ এর উসিলায় সকলকে মাফ করুন, সহীহ ইসলামী জযবা ও সঠিক বুঝ দান করুন। আখেরী যামানায় সকলের ঈমান- আকীদা কে রক্ষা করুন ও মজবুত রাখুন। আমীন॥

والله الموفق والمعين بحرمة النبى الامين عليه افضل الصلوٰة واكمل التسليم وعلى اله واصحابه اجمعين ـ

ـ تمت بالخير ـ

মুহতারম লেখকের আরেকটি বই

(اثبات الكراهة فى القيام قبل الاقامة)

“ইকামতের পূর্বে দাড়ানো মাকরূহ্”

নিজে পড়ুন অপরকে উপহার দিন।

তথ্যপঞ্জি :

১. সহীহ বুখারী শরীফ।
২. সহীহ মুসলিম শরীফ।
৩. সুনানে আবু দাউদ শরীফ।
৪. সুনানে ইবনে মাজাহ্ শরীফ।
৫. সুনানে বায়হাকী শরীফ।
৬. মুসতাদরক লিল হাকেম।
৭. সুনানে ত্বাবরানী।
৮. দারমী শরীফ।
৯. দালাইলুন নুবুওয়্যাত লিল বায়হাকী।
১০. মিশকাত শরীফ।
১১. মিরকাত শরহে মিশকাত।
১২. কানযুল উম্মাল।
১৩ জামেউল আহাদীস।
১৪. ফতোয়ায়ে শামী।
১৫. ফতোয়ায়ে আলমগীরী।
১৬. আদ্দুররুল মোখতার।
১৭. বাদায়িউস সানায়ী লিল কাছানী।
১৮. আল ইখতিয়ার লিতালীলিল মুখতার।
১৯. হাশিয়াতুত্ব ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিউল ফালাহ্।
২০. ফতোয়ায়ে রেজভীয়া।
২১. বাহারে শরীয়ত।
২২. আল বাদায়াহ্ ওয়ান নেহায়াহ্।
২৩. সীরতে হালাবীয়া।
২৪. সীরতে ইবনে হিশাম।
২৫. সীরতে যীনী দেহ্লান-এ মক্কী।
২৬. আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া মিন মাওয়াহিবিল লুদুন্নিয়্যাহ্।
২৭. আসাহ্ হুস সিয়ার।
২৮. মাদারিজুন নুবুওওয়াত।
২৯ আল ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাবা।

Pdf
Created By
Mohammad
Albi Reza

WhatsApp: +8801839545196

FaceBook: www.fb.com/AlbiRezaBD

লেখক পরিচিতি

অবতারণা : মদিনাতুল আউলিয়া তথা আউলিয়ার শহর চট্টগ্রাম। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের লীলাভূমি চট্টগ্রাম। এ চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, লেখক, গবেষক, মুহাদ্দিসকুল শিরমণি, মুনাযেরে আহলে সুন্নত, ফকীহে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী (ম.জি.আ.)।

শুভজন্মক্ষণ : তিনি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার পূর্ব গোমদন্ডী গ্রামের চৌধুরী পাড়ায় ১৯৪৭ সালের এক শুভাক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাযহাবে হানাফী, আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী।

বংশধারা : তিনি ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম সুন্নী পরিবারে বিশিষ্ট সমাজ সেবক, দানবীর, শিক্ষানুরাগী, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু ছিদ্দীক চৌধুরী ও খোদাভীরু মহীয়সী রমনী মোছাম্মাৎ নূর জাহান বেগম এর ঔরশে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষার্জন : আল্লামা ফুরকান সাহেব (ম.জি.আ.) শৈশবকাল স্বীয় গ্রামে কাটান। তাঁর জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা ছোট কালে তাঁরই সুযোগ্য চাচা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, খোদাভীরু, ইসলাম প্রিয় ও আলেম দোস্ত ব্যক্তি জনাব আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ আবুল কাসেম সাহেবের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। মুহতারম সূফী সাহেব তাঁকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ দিয়ে মক্তব শিক্ষা সু-সম্পন্ন করান। জনাব সূফী সাহেব প্রিয় শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লামা ফুরকান সাহেবের প্রখর মেধা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর ভিতর লুকায়িত উজ্জল ভবিষ্যত আঁচ করতে পেরে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এসে প্রথমে ছোবহানীয়া আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি করান। কিছুদিন পর সেখান থেকে তার শ্রদ্ধাভাজন পিতা বাংলা, ইংরেজী ও অংক শিক্ষার নিমিত্তে কয়েক বছরের জন্য পাথরঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। পরবর্তীতে সেখান থেকে পুনঃরায় চট্টলার ঐতিহ্যবাহী ছোবহানীয়া আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৬৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৮ম স্থান, ১৯৬৭ সালে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান, ১৯৬৯ সালে ফাজিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান, ১৯৭১ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায়ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান ও ১৯৭৪ সালে ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদরাসা হতে কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় সারা বাংলাদেশে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট ও গোল্ড মেডল নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ : ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম ছোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসায় সিনিয়র মুদাররিস হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ১ বছর যাবৎ কৃতিত্বের সাথে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেন। তারপর ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদরাসা হতে কামিল ফিক্বহ সম্পন্ন করে পূণরায় ১৯৭৫ সালে উক্ত মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ ইলমে হাদীসের শিক্ষা দেন। পরবর্তীতে তিনি বিদেশ চলে যান এবং আরব আমিরাতের অন্তর্গত আবুদাবী আল-আইন সিটির নয়াদাতস্থ **মাসজিদ এ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)** এ দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ ইমাম ও আরবের বিভিন্ন বড় বড় মসজিদে খতীব হিসেবে মহান দায়িত্ব পালন করেন। পরিশেষে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে এসে ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবদি পূণরায় চট্টলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করে কৃতিত্বের সাথে রসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অমূল্য বাণী হাদীস শরীফ এর দরস/শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। উল্লেখ্য যে, তিনি দুনিয়াবী কোন স্বার্থ, যশ ব্যতীত বিনা বেতনে একমাত্র আল্লাহ ও রসূলের (দ.) সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাতের উসিলার নিয়াতে অনারারীভাবে দরসে হাদীসের খেদমত করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ফতোয়া-ফরায়েজ সহ জটিল-কঠিন মাসআলার সঠিক ও সহজ ভাবে সমস্যার সমাধান দিতে তিনি সক্ষম (ইন্‌শাআল্লাহ)। বাংলাদেশের অগনিত ছাত্র-ছাত্রী এবং আলেম সমাজ এখনো তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ এর ছবক নিয়ে ধন্য হচ্ছেন। শুধু ছাত্ররা নয় বড় বড় আলেমগণও কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে তাঁর শরনাপন্ন হয়ে তার থেকে সমাধান পাচ্ছেন।

ফতোয়াদানে পারদর্শীতা : তিনি ১৯৭৪ সালে ফিক্বহশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের পর থেকে দ্বীন-মাযহাব, আকায়েদ ও শরীয়ত বিষয়ক অসংখ্য ফতোয়া ফরায়েজ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ইতিকথা : বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুফতী এ. এইচ. এম. ফুরকান চৌধুরী সাহেব (ম.জি.আ.) একজন দেশ বরণ্য আলেম, মুহাক্কিক লেখক ও মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। ফতোয়া-ফরায়েয প্রদানে তাঁর সিদ্ধান্ত বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ্ তাঁকে সু স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন। আমিন। বেহুরমাতি রহমাতুল লিল আলামীন।

-অনুবাদক

(অদ্বিতীয় রাসূল ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযাহ্)

মুহাদ্দিস ফুরকান সাহেব (ম.জি.আ.)

كيفية صلوة الجنازة على الرسول المصطفى ﷺ

(অদ্বিতীয় রাসূল ﷺ এর অদ্বিতীয় জানাযাহ্)

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ মুফতি

আবুল হুফ্‌ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী